অতএব 'ইতিহাস কবিতার এইসব পঙ্‌ক্তি অবশ্যই প্রাসঙ্গিক। "Poetry today, is actively engaged in giving values to the gift of civilisation. It is also exposing the unrealities of "progress" which thrives on the destruction of the human spirit"—('Modern Tendencies in English Literature')— অমিয় চক্রবর্তীর এই উক্তি মূল্যবান এবং তাঁর কবিতার জীবনদর্শনকে সংক্ষিপ্ত নিগূঢ় বাক্যে বলছে। কবিতা ক্রমাগত উদ্ধার করছে সভ্যতার দানের মূল্য, প্রগতির অবাস্তবতা প্রকটা করছে কারণ প্রগতি অনেক সময়েই মানুষের আত্মার সপ্রাণ আনন্দকে নষ্ট করে দিচ্ছে। 'ইতিহাস' কবিতার উপসংহারে এই জীবনসংকটের সংবাদ আছে—

খবর এনেছে কাল নতুন প্রকাণ্ড বাঁধ হবে
এই দিকে, সিসি-আইসিস দুটো নদী বেঁধে। দূরে কোন
জায়গায় তবে
ইট বাঁধা বহু গ্রাম একত্র শহরে গেঁথে, কোনোমতে
থাকবে বহুলোক। এই গ্রাম
তাহলে উঠে যাবে।।

লক্ষ করি যন্ত্রসভ্যতার উত্থানে গ্রামপ্রকৃতির অবসান ঘটেছে এটা শুধু টমাস হার্ডির মতো রোমান্টিক ঔপন্যাসিকেরাই বিষয়বস্তু করেননি, অমিয় চক্রবর্তীর মতো কবিরাও করেছেন।

## ৯.১০.৫ অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় বিজ্ঞানের ভূমিকা

'অমিয় চক্রবর্তীর কবিতার আর একটি বৈশিষ্ট্য তিনি বহু বিষম সুরকে এক সংগতিতে বাধার চেষ্টা করেন। সাহিত্য অকাদেমি প্রকাশত 'Amiya Chakrabarty' নামক মনোগ্রাফের লেখিকা সুমিতা চক্রবর্তী যথার্থই বলেছেন 'Amiya has never denied the significance of Science and its positive values in the modern times'—কবি অমিয় চক্রবর্তী আধুনিক কালে বিজ্ঞানের গুরুত্ব ও তার ইতিমূলক ভূমিকাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তিনি নিজেই বলেছেন, মানুষই প্রাণীদের মধ্যে একমাত্র যন্ত্র বানাতে শিখেছে, ফলে সে যন্ত্রকে প্রায় একরকম দেবতার আসনে বসিয়েছে বলা যায়। এজন্য আজকের কবিতায় নব নব বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি কবিদের কাছে প্রশস্তি পাচ্ছে—কবিতার বিষয় হয়ে উঠেছে। আমরা পাচ্ছি যন্ত্রের উপর লেখা নতুন কবিতা। বিখ্যাত উদাহরণ স্টিফেন স্পেন্ডার-এর লেখা "The North Express"। বঙ্গীয় কবির কবিতাতেও যন্ত্রের চিত্রকল্প প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে 'ইতিহাস' কবিতায়—

চিনি-দানি থেকে
দু-চামচে চিনি নিয়ে কফি খায়, রোগা যুবা, রেস্তরাঁয়
দেয়াল-কাগজ হলদে, পেরেকের বহু দাগ, ডেকে
ওঠে সিমেন্ট (না সোডিয়াম) কারখানা সাইরেন জোরে
কাঁপিয়ে উপত্যকা—গ্রামের প্রধান নির্ভর ঐ ফ্যাক্টরি ; ঘোরে
ঠাণ্ডা দুপুরে চিল,

কারখানার এই বর্ণিত চিত্র এখানে কবিতার মোজেইক-এ একটা জায়গা করে নিয়েছে।

## ৯.১০.৬ ভাব ও আঙ্গিকের নতুনত্ব

অমিয় চক্রবর্তীর কবিতার ভাব ও আঙ্গিক দু-এক কথায় বুদ্ধদেব বসু সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন তাঁর 'কালের পুতুল' গ্রন্থে। "এই সহজ, অতি সহজ বাক্যচ্ছটার বিরুদ্ধেই আধুনিক কবির উদ্যোগে।...অকারণ বাক্যভার আর নেই, নিজেকে অতিক্রম করে পারিপার্শ্বিক জগৎকে দেখবার চেষ্টা আজ সুস্পষ্ট। ছন্দে তরলতার চেয়ে দৃঢ়তাই বেশি, মিষ্টি টুংটাং-এর বদলে গূঢ় ধ্বনি ও প্রতিধ্বনির দিকে ঝোঁক পড়েছে।...এই লক্ষণগুলি সবই অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় বর্তমানষ কিছুটা চড়া মাত্রাতেই বর্তমান। কলাকৌশলের দিক থেকে তাঁর কাব্য দুঃসাহসিক।" ('অমিয় চক্রবর্তী : খসড়া')। বস্তুত রবীন্দ্র-অনুকারী কবিদের অতি তরল রোমান্টিকতার বিরুদ্ধে অমিয় চক্রবর্তীর মতো কবিরা বাংলা কবিতায় বিদ্রোহ করে নিয়ে এলেন কবিতার নতুন সুর।

'ইতিহাস' কবিতায় কবিতার এই নতুন ভাষা ও আঙ্গিক দেখছি। কবিতার ভাষা হয়ে উঠল মুখের ভাষা ও গদ্যের ভাষার কাছাকাছি ; নিম্নকণ্ঠ হার্দ্য উচ্চারণে গদ্যপদ্যের বিভাজন প্রায় ঘুচে যেতে বসলো। ইতিহাস কবিতার শুরুটা পড়লেই পাঠক ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন—

নেবুরঙা শার্টপরা একটি মানুষ এসেছিলো
ঢালু মাটি মস্ত গাছ পেরিয়ে, নদীর ধার দিয়ে
ঘোড়া চড়ে ;

অত্যন্ত সরল নিরাভরণ উক্তি, এর তাপ ভিতরে রয়েছে।

'ইতিহাস' কবিতাটির আর একটি বৈশিষ্ট্য গ্রামজীবনের সৌন্দর্য এখানে নস্টালজিয়া বা স্মৃতিমেদুরতা আক্রান্ত।

কী মনে লাগলো তার, ফিরে গিয়ে
নির্জন চড়াইয়ে এলো আরো দু-জনার সঙ্গে, বসে
গাছতলে খানিকক্ষণ তিনজন (স্ত্রী আর গাঁয়ের খুড়ো হবে)
থলি খুলে রুটি সবজি খেলো,
... ... ...
ঠুকঠাক দিনে দিনে কাঠ কাটা, বাড়ি তোলা ভালোবেসেছিলো
ওরা এই জায়গা।

সুতরাং এ কবিতায় শুধু গ্রামধ্বংসের ইতিহাসই নেই, গ্রামপত্তনের ইতিহাসও আছে। কবির কাছে দুটোই জরুরি। ওইসব পাত্রপাত্রী জীবনযাপন করে চলে গেছে, সিমেট্রিতে সমাধিফলকে তাদের নাম লেখা আছে। সে নামও জলের রেখায় মুছে যাওয়ার পথে। দোকানপশরা উঠেছে, নতুন মানুষেরা এসেছে, কাঠবেড়ালির আনাগোনার ব্যস্ত শব্দ—এই সব নিয়ে রচিত নিপুণ আবহ। এই আবহ অমিয় চক্রবর্তীর কবিতার সম্পদ।

কবিতার দ্বিতীয় অংশে আন্তর্জাতিকতার সংস্পর্শে লেগেছে। প্রথম অংশের নেভাডা, ক্যারিবিয়ান প্রভৃতি উল্লিখনের পর এবার পেলাম পোল, ইতালিয়ান, উক্রেন, বল্টিমোর, শিকাগো ইত্যাদি উল্লিখন। পাচ্ছি সিসি ও আইরিস দুটি স্থাননদীর নাম। আধুনিক কবি ছিন্নমূল, বহির্বিশ্বে ভ্রমণকারী, বিশ্বনাগরিক এবং 'ইতিহাস'-কবিতায় ভৌগোলিক চিত্রকল্প এই আন্তর্জাতিকতাতেই এসে থেমেছে।

সাধারণ মানুষের জীবনের সুখদুঃখ হাসিঅশ্রুর ছবিও কবি দু-একটি রেখায় তুলে ধরেছেন। 'মেরুন-রঙের জামা ঐ যে মেয়েটি যায়, মুখে সুখ নেই' অথবা পাচ্ছি আনা বলে দশবছরের একটি প্রাণবন্ত মেয়ের কথা। তার মাতামহী শয্যাশায়ী

'আনা,
ঘড়িতে দিয়েছো দম ?" ঘড়িটা আসলে মৃত, ভুলেছে সময়, নানা
ধুকধুক পেরিয়ে আজকে, মধ্যে মধ্যে তবু চলে।'

সময় চলে যাচ্ছে, জীবন ফুরিয়ে যাচ্ছে চলচ্চিত্রের মতো ছবি দ্রুত বদলিয়ে যাচ্ছে, পৃথিবীর অসুখী মানুষেরা দেশহারা নির্বাসনে ইতস্তত ছড়িয়ে পড়ছে, গ্রাম উঠে যাচ্ছে, ইটে বাঁধা শহর গড়ে উঠছে সে সব জায়গায়—মানুষের এইসব ইতিহাসই আলোচ্য কবিতায় বিবৃত।

'ইতিহাস' কবিতার ছন্দ, উপমা ইত্যাদি আঙ্গিকের দিকেও নজর দেওয়া প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে দামি কথা বলেছেন বুদ্ধদেব বসু—"কলাকৌশলের দিকে তিনি অনেকদূর অগ্রসর ; সেদিকে পথের সন্ধান তিনি পেয়েছেন আধুনিক ইংরেজ কবিদের কাব্য থেকে, সমকালীন বাঙালী কবিরাও হয়তো কিছু সাহায্য করেছেন। ভাঙা পয়ারই তাঁর সবচেয়ে প্রিয়, পদ্যের সঙ্গে গদ্যের মিশ্রণ করে তিনি আনন্দ পান ; যখন তিনি গদ্যে কবিতা লেখেন, সে গদ্য পদ্যের ধ্বনিকে দখল করতে সচেষ্ট হয়।" (অমিয় চক্রবর্তী ; খসড়া' ; 'কালের পুতুল')।

## ৯.১০.৭ ইতিহাস : ছন্দবিন্যাস

'ইতিহাস' কবিতার ছন্দ লক্ষ করলে দেখা যায় অক্ষরবৃত্ত বা মিশ্রকলাবৃত্তে কবিতাটি লেখা, উচ্চারণ প্রায় যেন গদ্যের দিকে যাচ্ছে। মিলের ব্যবহার আছে কিন্তু তা খুব Casual বা অনায়াস এলানো ভঙ্গিতে—

| | |
|---|---|
| + ১০ | পোল (ইতালিয়ানের/সংখ্যা পাঁচ) ভাঙা ইংরেজিতে |
| ৮ + ৬ + ৬ | তর্ক করে/একত্র তিনজনে,/ওরাই এখানে/বেশী সংখ্যায় |
| ৬ + ৬ | উক্রেনের দুর্বৎসরে/যুদ্ধের আগেই/সিধে বলটিমোরে, |
| + ৬ | তারপর ঘুরে-ঘুরে/এলো সাতজন। |

মাত্রা বিন্যাস অক্ষরবৃত্তের ঢঙে অর্থাৎ স্বরান্ত অক্ষর, এক মাত্রা, হসন্ত অক্ষর যুক্তাক্ষরের আশ্রয়ে থাকলে, এক মাত্রা, বিছিয়ে লিখলে দুমাত্রা। কিন্তু 'একত্র' তিনমাত্রা না হয়ে মাত্রাবৃত্ত কলাবৃত্তের নিয়েছে চারমাত্রা হয়েছে, বিশ্লিষ্ট উচ্চারণ। এভাবেই ছন্দ হয়ে উঠেছে Vers libre বা মুক্ত ছন্দ। ছন্দ নিয়ে এই পরীক্ষানিরীক্ষাটি আধুনিক কবিতার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। 'ইতিহাস' কবিতায় মিল আছে, তবে মিলের ব্যাপারে ধারাবাহিকতা নেই, অনেক সময় মিল থাকছে না। আসলে মিল দেওয়ার জন্য বাড়তি চেষ্টাকে বর্জন করা হয়েছে। পূর্ববর্তী রোমান্টিক কবিতায় এই ব্যাপারটা অনেক সময় কবিতাকে গদ্যের কাছে নিয়ে গেছে। কবিতার ১ অংশে 'ব'সে'/ঘ'ষে, পাড়া/খাড়া/, তীর/কাঠবেড়ালির—এইসব মিল আছে। মিল সবসময়েই যে পরপর তা নয়। কবিতার ২ অংশে থেকে/ডেকে, জোরে/ঘোরে, যাবে/পাবে, গেটে/ষ্টেটে ইত্যাদি মিল আছে। কিন্তু এক ধরনের ধ্বনিগত মৃদুতাই এসব মিলকে আশ্রয় করে আছে। মিল যে আছে যেন বোঝাই যায় না। অর্থাৎ গদ্য পদ্যের বিভাজনটা প্রায় যেন মিটেই যাচ্ছে। ভার্স লিব্‌র্ সম্বন্ধে বলা হয়েছে—"This last can be defined as verse in which neither syllable nor metrical rules obtain, and only rhythm matters. Though rhythm may persist..." ('Prinecton Encyclopedia of Poetry and Poetics') —এই ছন্দের গাণিতিক নিয়ম অক্ষর গণনা ইত্যাদির চেয়ে রিদম বা তালই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যদিও মিল থাকতে পারে। তা 'ইতিহাস' কবিতার ছন্দে এ জাতীয় ছাপ রয়েছে বোঝা যায়।

অমিয় চক্রবর্তীর উপরে চিত্রকল্পবাদী পাউন্ড ও এলিয়ট, স্প্রাং রিদমের কবি হপকিন্স, মার্কিন কবি রবার্ট ফ্রস্ট ইত্যাদির প্রভাব রয়েছে।

## ৯.১২.১ বুদ্ধদেব বসুর কবিতা : শেষের রাত্রি

বুদ্ধদেব বসুর-র "শেষের রাত্রি" কবিতাটিকে বাংলা কবিতায় এ পর্যন্ত যত লিরিক বা গীতিকবিতা লেখা হয়েছে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতাসমূহের একটি বলে চিহ্নিত করা যায়। এ কবিতা এক দৈবপ্রেরিত মায়াবী মুহূর্তের দান ; হৃদয়াবেগের উচ্ছ্বসিত ঊর্ধ্বযাত্রা, সৃজনের আনন্দে তরি ভাসিয়ে সৌন্দর্যের উপকূলে পৌঁছানোর চেষ্টা। ভাষার রেশমমসৃণ সাবলীলতা সবকিছু মিলে মিশে পাঠকমনে জাগিয়ে তোলে একটি সত্যিকারের ভালো কবিতা পড়ার আনন্দ। 'শেষের রাত্রি'-কে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করতে গেলে গীতিকবিতার শিল্পতত্ত্বকে জানতে হবে। কিন্তু তারও আগে কবির জীবন ও কাব্যজীবন সম্বন্ধে আমরা একটি দুটি কথা বলে নিচ্ছি।

### ৯.১২.২ কবিজীবনী ও কাব্যবৈশিষ্ট্য

বুদ্ধদেব বসু যথার্থই নব্যভারতের সাহিত্যস্রষ্টাদের একজন। খ্যাতিমান কবি ও অধ্যাপক অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত সাহিত্য অকাদেমি প্রকাশিত "Buddhadeva Bose" নামক স্বল্পায়তন বইটিতে যথার্থই বলেছেন—"Buddhadeva built up his own reputation during his life-time. He did not have to wait for it like Jivanananda Das, for whose reputation (along with that of some other eminent fellow-writers of his generation) to Buddhadeva strove equally. This reputation has not suffered after his death. On the contrary, he is honoured today, among the practising writers and uninitiated readers alike. The select literary circle he tried to create is growing and gradually coming to dominate the scene. In this sense he is one among the makers of literature who have come to stay not only in our history of literature but also in our literary history." বুদ্ধদেব বসু তাঁর জীবনকালেই লেখক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। জীবনানন্দ দাশ থেকে শুরু করে সমকালীন আরও অনেক কবিলেখকের প্রথম দিগদর্শনী আলোচনা তিনিই করেছিলেন, ভাবলে অবাক লাগে। খ্যাতি তাঁর মৃত্যুর পরও কমে যায়নি। বাংলাসাহিত্যের লেখক ও পাঠকদের কাছে আজও তিনি সমাদৃত। যে সাহিত্য-সম্প্রদায় তিনি তৈরি করেছিলেন, যে সাহিত্যরুচির তিনি নির্মাতা, আজ সেই পরম্পরা ও রুচিই বাংলা সাহিত্যে প্রাধান্য বিস্তার করেছে—এ কথা বলা যায়।

বুদ্ধদেব বসুর জন্ম ৩০ নভেম্বর, ১৯০৮। তিনি মেধাবী ছাত্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এম.এ., প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হন। পরবর্তীকালে তিনি কলকাতায় ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক, পরিণত বয়সে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক ভাষা ও সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক ও কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব, আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়েও যান। এই সময়েই তিনি কবিতা-ভবনের বাসিন্দা, 'কবিতা' পত্রিকার সম্পাদক, কাব্য আন্দোলনের স্রষ্টা, কবিতা-গল্প-উপন্যাস-নিবন্ধের সিদ্ধহস্ত লেখক—এককথায় রবীন্দ্রউত্তর বাংলা সাহিত্যের আকাশে এক শুভগ্রহ অথবা উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। তাঁর বাংলা কবিতায় পালাবদল আনার এক যুগান্তকারী কবিতার বই 'বন্দীর বন্দনা' প্রকাশিত হয় ১৯৩০ সালে। 'কঙ্কাবতী' কাব্যগ্রন্থ পাচ্ছি আরও সাত বছর পর ১৯৩৭-এ যদিও এর কবিতাগুলো ত্রিশের দশকের প্রথমভাগ জুড়েই রচিত হয়েছিল। কঙ্কাবতী প্রসঙ্গ এখানে গুরুত্বপূর্ণ যেহেতু 'শেষের রাত্রি' কবিতাটি এই কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত—অবিস্মরণীয় কঙ্কা-র উদ্দেশ্যে নিবেদিত আরও কবিতা এ কাব্যে আছে।

## ৯.১২.৩ গীতিকবিতার বৈশিষ্ট্য

বস্তুত 'শেষের রাত্রি' পড়তে পড়তে মনে হয় তারা যেন এক ঘনীভূত লিরিক জোয়ারে ভেসে যায়। প্রেমের কবিতায় আবেগের এমন স্তরে স্তরে স্তবকে বিকশিত হওয়ার সংবাদ বাংলা কবিতায় রবীন্দ্রনাথের ঝুলন, নজরুলের 'সৃষ্টিসুখের উল্লাসে', বিষ্ণু দে-র' ঘোড়সওয়ার' ইত্যাদিতে আমরা দেখতে পেয়েছি। একটি প্রথম শ্রেণির গীতিকবিতা হিসেবে বুদ্ধদেব বসু-র 'শেষের রাত্রি'কে উপস্থাপিত করতে গেলে প্রথম অবশ্য গীতিকবিতার শিল্পতত্ত্ব সম্বন্ধে অতিসংক্ষেপে আলোচনা সেরে নেওয়া প্রয়োজন। গীতিকবিতার উদয় সভ্যতার আদিযুগে, মানবহৃদয়ের গভীরতম আবেগবাণী হিসেবে। তখন সেই প্র-গীতিকবিতা ও সংগীত ছিল প্রায় সমার্থক, কারণ সেই গীতিকবিতা প্রায়শই গাওয়া হত। পরে গীতিকবিতার সাংগীতিক গুণকে স্বীকার করার পরে, এরকম কবিতা যে সবসময় গানের জন্যই রচিত হচ্ছে সেকথা বলা গেল না। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে গীতিকবিতার ক্রমবিকাশ ঘটল এবং রোমান কবি কাতুল্লাস থেকে শুরু করে ইংরেজ কবি শেক্সপিয়ার, রোমান্টিক কবি ওয়ার্ডর্সওয়ার্থ, শেলি, কিটস থেকে শুরু করে আধুনিক কবি পো অথবা হাইনে, বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে জীবনানন্দ অথবা বুদ্ধদেব বসু পর্যন্ত সকলেই গীতিকবি রূপে পরিচিতি লাভ করলেন। স্বভাবতই যুগ থেকে যুগান্তরে কবি থেকে কবিতে গীতিকবিতার সূক্ষ্ম রূপান্তর ঘটতে থাকল।

পো-র বিখ্যাত সংজ্ঞা গীতিকবিতাকে অবশ্যই সংক্ষিপ্ত হতে হবে। আয়তনের সংক্ষিপ্ততা, ছন্দের সুষমা, আত্মমুখীনতা, আবেগের তাপ, সৌন্দর্যউপভোগ ইন্দ্রিয়ের উদ্দীপনা, ইমেজ ও তুলনার সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্য গীতিকবিতার মূল গুণাবলি বলে নির্দেশিত হয়। গীতিকবিতার বিখ্যাত সংগীতধর্ম শেষপর্যন্ত শব্দধ্বনি ও ছন্দসৌকর্যকে আঁকড়ে ধরল, অর্থের এক আলোআঁধারি আভাসময়তায় নতুন অবয়ব পেল, গীতিকবি নিজের আত্মের গভীরে ডুব দেবেন—কবিতার এই মর্মকথা রোমান্টিক কবিতা থেকে আধুনিক কবিতার জগতে সমানভাবেই বিকীর্ণ হল। এসব কথা মনে রেখেই জেমস জয়েস গীতিকবিতার সংজ্ঞা দিয়েছিলেন "Lyrical poetry is the form where in the artist presents his image in immediate relation to himself"—গীতিকবিতায় কবিশিল্পী তাঁর চিত্রকল্পগুলিকে নিজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কেই স্থাপিত করেন। এজন্যই হার্বার্ট রিড বলেছিলেন, গীতিকবিতা নিছক আবেগকে প্রকাশ করে না, আবেগময় মানসিক অবস্থারই কল্পনাময় রূপটিকেই ফুটিয়ে তুলতে চায়—"Hence in lyrical poetry what is conveyed is not mere emotion, but the imaginative prehension of emotional state."।

বিংশশতকের গীতিকবিতার সংজ্ঞা এভাবেই দেওয়া যায় "In its modern meaning a lyric is a type of poetry which is mechanically representational of a musical architecture and which is thematically representational of the poet's sensibility as evidenced in a fusion of conception and image." ('Princeton Eneyclopedia of Poetry and Poetics')—গীতিকবিতার একটি সাংগীতিক অবয়ব আছে অর্থাৎ ছন্দের সুনির্দিষ্ট ব্যবহার ইত্যাদি এখানে এবং ভাবের বিষয়ের দিক থেকে কবির অনুভূতি ও স্বরচিত চিত্রকল্পের মিলনমিশ্রণ সে প্রকাশ করছে। আধুনিক কবিতায় কল্পনার বুদ্ধিদীপ্ত ব্যবহারই পরিলক্ষিত হয়। লোরকা, উনগারেত্তি, মনতালে, অডেন, ফ্রস্ট, ওয়ালেশ স্টিভেনস প্রভৃতি কবিরা এ পথেরই যাত্রী হয়েছেন। বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'শেষের রাত্রি' কবিতায় গীতিকবিতায় এই বুদ্ধিদীপ্ত পথেরই যাত্রী।

## ৯.১২.৪ গীতিকবিতা হিসাবে 'শেষের রাত্রি'

একটি উৎকৃষ্ট গীতিকবিতা হিসেবে 'শেষের রাত্রি' কবিতাটির বিশ্লেষণ অবশ্যই সম্ভব। এ কবিতা আয়তনে আঁটসাট মুক্তানিটোল, ছন্দের অপূর্ব সুষমাসংগতি এ কবিতার আঙ্গিকগত মেরুদণ্ডের মতো বিরাজ করছে।

উত্তপ্ত আবেগ, sensuousness বা ইন্দ্রিয় দিয়ে সৌন্দর্যউপভোগের আকৃতি, ইমেজ বা চিত্রকল্পের বুদ্ধিদীপ্ত উপস্থাপনা ও উদ্ভাসন সবই এ কবিতায় আছে। কিন্তু সবকিছুই কবিতাত্মের সঙ্গে জড়িত মিশ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে কারণ গীতিকবিতার ভাবগত অর্থ সবসময় কবিতাত্মের ক্রমবিকাশকে আলিঙ্গান করেই গড়ে ওঠে। বক্তব্যের সমর্থনে প্রথম স্তবকটি উদ্ধৃত করছি

পৃথিবীর শেষ সীমা যেইখানে, চারদিকে খালি আকাশ ফাঁকা,
আকাশের মুখে ঘুরে-ঘুরে যায় হাজার-হাজার চাঁদের চাকা
যোজনের পর হাজার যোজন বিশাল আঁধারে পৃথিবী ঢাকা।
(তোমারই চুলের মতো ঘন কালো অন্ধকার ;
... ... ...
তবু চলে এসো ; মোর হাতে হাত দাও তোমার—
কঙ্কা, শঙ্কা কোরো না)

ছন্দের বৈভব বৃন্তের মতো ধারণ করে আছে চিত্রকল্পের গোলাপকে, মিলের ঝংকারের সঙ্গে মিশে গেছে ইন্দ্রিয়াত্মক সৌন্দর্যের নিখুঁত পাপড়ি-বিন্যাস। 'চাঁদের চাকা' যা ঘূর্ণ্যয়মান এবং নায়িকার চুলের মতো ঘন কালো অন্ধকার—এই দুটি প্রধান চিত্রকল্প কবির আত্মস্মৃতির পথ ধরেই এসেছে। প্রেমিক প্রিয়ার পাণিপ্রার্থনা করে, এই হচ্ছে মূলকথা। গীতিকবিতা যে কবিব্যক্তিত্বেরই সৃষ্টিশীলতার বাসরউদযাপন, শিল্পের সঙ্গে সৌন্দর্যের সঙ্গে কবিতাত্মের শাশ্বত বিহার তা আবার সপ্রমাণ হল। আধুনিক লিরিকের বহিরঙ্গে যদি থাকে ছন্দের দোলা ও শব্দের ঝংকার তবে তার অন্তরঙ্গে থাকে ভাবের সাংগীতিক আভাসময়তা তা আলোচ্য কবিতায় বহুলভাবেই রয়েছে।

## ৯.১২.৫ কবিতায় শরীরী আবেদন

মিলনবিরহ, জীবন ও মৃত্যু, স্মরণ ও বর্তমানের যুগল ঝংকারে রচিত 'শেষের রাত্রি' কবিতার আর একটি বৈশিষ্ট্য এখানে রয়েছে যৌনতার মৃদু সুরভি, শিল্পে আচ্ছাদনে ঢেকেই শারীরিক তৃষ্ণাবিহ্বলতা, মানুষের অন্তর্লীন অমোঘ যৌনতাকে প্রকাশ করা হয়েছে। চতুর্থ স্তবকটি প্রাসঙ্গিকভাবে আনুপূর্বিক উদ্ধার করছি :

অনেক ধূসর স্মরণের ভারে এখানে জীবন ধূসরতম,
ঢালো উজ্জ্বল বিশাল বন্যা তীব্র তোমার কেশের তম,
আদিম রাতের বেণীতে জড়ানো মরণের মতো এ-আঁকাবাঁকা
(ঝড় তুলে দাও জাগাও হাওয়ার ভরা জোয়ার,
পৃথিবী ছাড়ায়ে, সময় মাড়ায়ে যাবো এবার,
তোমার চুলের ঝড়ের আমরা ঘোড়সওয়ার—
কঙ্কা, শঙ্কা কোরো না।)

নারীর উদ্দাম কালোচুলের ঝড়ের ঘোড়সওয়ার তৃষ্ণামগ্ন পুরুষের চিত্রকল্প কবিতাপ্রিয় পাঠকের স্মরণে নিয়ে আসবে ভূমধ্যসাগরীয় আসঙ্গমদিরামাখা প্রিয়কবি লোরকা-র পাঠস্মৃতি—"সেই রাতে আমি সাদা ঘোড়ায় চেপে একটা সেরা রাস্তা দিয়ে গিয়েছিলাম, আমার লাগাম ছিল না রেকাব ছিল না। সে আমাকে যে সব কথা বলেছিল, পুরুষ হিসেবে আমি তা ফিরে বলতে পারবো না। বোঝাপড়ার আলো পেয়ে আমি অত্যন্ত বিজ্ঞ হয়ে গেছি। চুমা ও বালুতে মাখামাখি তাকে আমি নদীর পার থেকে নিয়ে গেছি আরো দূরে। লিলিফুলের তরবারি তখন বাতাসের সঙ্গে সংগ্রামরত ছিল।' (La Casada Intiel : Lorica—'Selected Poems,' translated by J.L. Gili; Penguin) এখানেও পাচ্ছি প্রেমিকের নির্ভীক কামনার আত্মপ্রকাশ ও অশ্বারোহণের চিত্রকল্প।

## ৯.১২.৬ চুলের চিত্রকল্প

'শেষের রাত্রি' কবিতাটির আর একটি বৈশিষ্ট্য নারীসৌন্দর্যের অন্যতম আধার ও উৎসভূমি রূপে তার মাথার ঘন কালোচুলের প্রশস্তি। শুরুতেই পাচ্ছি—'তোমারি চুলের মতো ঘন কালো অন্ধকার' এমত বাক্যব্যবহার ; তৃতীয় স্তবকে পাচ্ছি 'তোমারি চুলের বন্যার মতো অন্ধকার' ; মূল উদ্দিষ্ট পূর্বউল্লিখিত পঞ্চম স্তবকে নারীর চুলই হচ্ছে কেন্দ্রীয় চিত্রকল্প, কালো চুলের বিশাল বন্যা ও তীব্র কালো অন্ধকার আদিম রাত্রির বেণিতে লগ্ন মৃত্যুকে মনে করিয়ে দিচ্ছে—ভালোবাসা যেন মৃত্যুভয়কে অতিক্রম করে ধাবমান অজানা বিশাল প্রান্তরে জয়ী হচ্ছে। 'তোমার চুলের ঝড়ের আমরা ঘোড়সওয়ার/কঙ্কা শঙ্কা কোরো না' এই আবেগবাণী লোরকার ঘোড়সওয়ার-এর সঙ্গে তুলনায় স্থাপিত হতে পারে।

প্রেম ও যৌনতার অনুষঙ্গারূপে চুলের চিত্রকল্প এ কবিতার শেষতম স্তবকেও রয়েছে—'তোমারি চুলের মনোহীন তমো আকাশে-আকাশে চলছে উড়ে/আদিম রাতের আঁধারবেণীতে জড়নো মরণপুঞ্জ ফুঁড়ে।' বুদ্ধদেব বসুর প্রিয় ফরাসি কবি, যাঁকে বলা হয়েছে আধুনিকদের মধ্যে প্রথমতম, সেই শার্ল বোদলেয়ার-এর কবিতাতেও রমণীর মণিমুকুটিত শির-আলগ্ন চুলের স্তব রয়েছে। চুল এখানে যৌনতার ভাবানুষঙ্গারূপেই ব্যবহৃত হয়েছে। আমি বিখ্যাত La Chevelure বা 'চুল' নামক কবিতাটি প্রসঙ্গ এখানে উত্থাপন করছি। তোমার চুলে শ্লথালস এশিয়া, আফ্রিকা ঝলসায়, তোমার গভীরে সুগন্ধ অরণ্য বাসা বেঁধেছে, তোমার গন্ধের সংগীতের উপর পাল তুলে ভেসে চলে আমার ভালোবাসা। এই সেই বন্দর যেখানে আমার আত্মা পান করে রঙ, গন্ধ ও ধ্বনি। রেশমঢেউ-এ এখানে নৌকা ভাসে, এখানে দিব্যভূমির অধিবাস, নিষ্কলুষ আকাশভরা উষ্ণতার অশেষ উদযাপন এইখানে। আমি প্রেমের আবেগে মাতাল আমার মাথা ডুবিয়ে দিয়েছি এই আঁধার সাগরে, তুমি উর্বর অলসতা, সুগন্ধি ছুটির আমন্ত্রণ। তোমার ভিতর নারকেল তেল, কস্তুরী আর আলকাতরার মিশ্র নেশা (Baudelaires- 'Selected Poems', Penguin) বলাবাহুল্য বোদলেয়ার-এর এই প্রিয় রমণীর চুলের স্তবগান বুদ্ধদেব বসুর রচিত প্রেয়সী কঙ্কা-র কালোচুলের স্তবগানের পাশে সমান্তরালভাবে স্থাপিত হতেই পারে। এখানে রূপরসগন্ধস্পর্শস্বাদের ইন্দ্রিয়সমূহ যেন পস্পরের সঙ্গে নিরন্তর বার্তা বিনিময় করছে।

## ৯.১২.৭ রোমান্টিক আবেগ ও 'শেষের রাত্রি'

আগেই বলেছি 'শেষের রাত্রি' পড়তে পড়তে মনে হয় যেখানে রোমান্টিক কবিতার শেষ সেখান থেকে এ কবিতার শুরু, এ কবিতায় যেন শেলি আর বোদলেয়ার, পেত্রার্ক আর হাইনে পাশাপাশি অবস্থান করছেন। শেলি-র 'দ্য ইন্ডিয়ান সেরিনাড'-এর প্রণয়মত্ততা, পেত্রার্ক-এর লরা নামক নারীকে উদ্দেশ্য করে রচিত সনেটসমূহের মহৎ মাধুরী, বোদলেয়ার-এর দেহকামনার আর্তি ও দেহঅতিক্রান্ত শিল্পের সন্ধানএষণা হাইনরিশ হাইনে-র নারীর ভিতর অমৃতের অনুসন্ধান প্রবৃত্তি সবই যেন প্রিয় বাঙালি কবির কবিতাশিল্পে অভ্রান্তভাবে ফুটে উঠেছে। এককথায় এ কবিতা প্রেমের কবিতার মহৎ গুণাবলি ও প্রাণপ্রাচুর্যে পূর্ণ।

এ কবিতায় কবি প্রেমকে মহাবিশ্বে মহাকালে আলোকিত যাত্রায় বিস্ময়ভ্রমণে, আত্মানুভূতির চরম ও পরম কেন্দ্র স্থলে স্থাপন করেছেন। এইবাবে ঘটেছে প্রেমের উত্তরণ বা Sublimation, ফুরিয়ে যাওয়া যার ছিল নিয়তি তারই ভিতর অনন্তের অযুত লাবণ্য ও সম্ভাবনা জেগে উঠেছে। তাই এ কবিতার পৃথিবীর শেষ সীমানা ও শূন্য আকাশ, যোজন যোজন বিস্তৃত অন্ধকার, দিগন্ত থেকে দিগন্ত বিস্তৃত ধরণির ধূসরিমা, অজস্র চাঁদের উতরোল মেদুরতা, প্রেমের সময়ের সময়হীন হয়ে ওঠা, পৃথিবী ছাড়িয়ে সময় মাড়িয়ে মহাসময়ের কক্ষবিন্দুতে নশ্বরের নিক্ষিপ্ত হওয়ার সংবাদ, কোটি সূর্যের জ্যোতির নৃত্য ও কোটি সূর্যের মৃত্যুর বিবর্তন-ইতিহাস, মৃত্যু ও সময়কে বিদীর্ণ করে এক মৃত্যুহীন সত্তা ও সময়ের জাগরণের কথা এক অপূর্ব লিরিক বাতাবরণ লাভ করেছে।

এ কবিতার সর্বাঙ্গে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে রোমান্টিক কবিতার আলেপন—কিন্তু ওই অমোঘ রোমান্টিকতাকে ধ্বংস ও বিদীর্ণ করেই এ কবিতায় আধুনিকতার উদয়।

### ৯.১০.৮ আধুনিক কবিতার শিল্পতত্ত্ব ও 'শেষের রাত্রি'

আধুনিক কবিতার শিল্পতত্ত্ব 'শেষের রাত্রি' কবিতায় ভাবনা ও আঙ্গিক দুদিক থেকেই এসেছে। 'চুল' কেন্দ্রীয় চিত্রকল্প বা Imangery হয়েছে—এখানে পাচ্ছি ভাবনার বৈপ্লবিক নতুনত্ব আবার আঙ্গিতগত দিক থেকে দেখি প্রতি স্তবকের শেষ চারটি পঙ্‌ক্তিতে মূলত Refrain বা ধুয়ার ব্যবহার। এই পদ্ধতি আধুনিক কবিতায় পো-প্রভৃতি কবিরা তুমুল সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। উদ্দেশ্য একই বিষয়কে বার বার ক্লান্তিহীন ঘুরে ঘুরে বলে এক ঐন্দ্রজালিকের মন্ত্রপূত আবেশ রচনা করা ও শব্দের চারুশক্তিতে আস্থাবান হয়ে ওঠা। এডগার অ্যালান পো-র বিখ্যাত 'The Raven' কবিতা থেকে উদাহরণ দিচ্ছি—

It shall clasp a sainted maiden whom the angels name Lenore
Clasp a rare and radiant maiden whom the angels name Lenore
Quoth the Raven, "Nevermore"

কবির আত্মাকে অন্ধকারের দূত বিহঙ্গ বায়স বলেছিল উজ্জ্বল অতুলনীয়া কুমারীকে তুমি কখনও পাবে না আর এই Refrain বা ধ্রুবপদটিই কবিতার বহু স্তবকে ঘুরে ঘুরে এক মন্ত্রময় কুহকের আবেশ তৈরি করেছে। কবিরা এই কৌশলটি শিখেছেন রূপকথা-লোককথার কবিদের কাছ থেকে। বস্তুত বুদ্ধদেব "রূপকথা" শব্দটির ব্যবহার পর্যন্ত করেছেন—

এসেছিলো, যত রূপকথা-রাত ঝরেছে হলদে পাতার মতো,
পাতার মতন পীত স্মৃতিগুলি যেন এলোমেলো প্রেতের মতো,
—রাতের আঁধারে সাপের মতন আঁকাবাঁকা যত কুটিল শাখা।

'প্রেত', 'সাপ' ইত্যাদির অনুপুঙ্খ ব্যবহারে আধুনিক কবিতার বিখ্যাত 'Aesthetics of the ugly' বা কুৎসিতের নন্দনতত্ত্বের আভাস মেলে। অর্থাৎ এখানে সুন্দর ও অসুন্দরের পাশাপাশি সমভূমিক সমাবেশ ঘটানো হয়েছে এবং এই সজোরে সমাহৃত বৈপরীত্যের ভিতর দিয়ে সৌন্দর্য উৎপাদন করা হয়েছে। আরো মনে পড়ে যায় বুদ্ধদেব বসুর নায়িকা-নাম কঙ্কা—কঙ্কাবতী এসেছে রূপকথা-লোককথার নায়িকা নাম থেকেই।

অনেক কবিই নারীনামকে তাঁদের প্রেমকবিতায় মন্ত্রের মতো অনিবার্যতা দিয়েছেন। সিলভিয়া, হেলেন, এলসা ইত্যাদি নামের নায়িকাদের পাই লিওপার্দি, পো, আরাগঁ প্রভৃতি কবিদের কবিতায়। বঙ্গীয় কবির নারী নায়িকার প্রিয় নাম কঙ্কাবতী, কখনো বা সুরঙ্গমা ('নাগরদোলা')।

## ৯.১৩.১ বিষ্ণু দে-র কবিতা : জল দাও

'অন্বিষ্ট' কাব্যের 'জল দাও' কবিতাটি ১৯৪৬-৪৭-এ রচিত এবং পাঠকের কাছে বিষ্ণু দে-র একটি সেরা কবিতা বলে গণ্য। পূর্ববর্তী 'এলসিনোরে' কবিতাটির অলৌকিক গীতি-আবেদনের ঠিক পরেই এই কবিতাটি তার সংহত গম্ভীর আবেদন নিয়ে আমাদের বোধের দরজায় কড়া নাড়ে। এই দীর্ঘ কবিতা একদিকে 'অনিষ্ট' নামক দীর্ঘ নামককবিতাটির সমগোত্রীয়, অন্যদিকে 'অন্বিষ্ট'-এ যেমন মূল অবলম্বন অক্ষরবৃত্ত-মিশ্র কলাবৃত্তের পাশাপাশি মাত্রাবৃত্ত-কলাবৃত্তের সূক্ষ্ম কারুকাজ দেখা যায়, 'জল দাও'-এ অবশ্য সেই ছন্দবৈচিত্র্য অনুপস্থিত সম্পূর্ণ কবিতাটি অক্ষরবৃত্ত-মিশ্রকলাবৃত্তের ছন্দআঙ্গিককে অবলম্বন করে দাঁড়িয়ে আছে।

## ৯.১৩.২ বিষ্ণু-দের কবিতায় মার্কসবাদী দর্শন

বিষ্ণু দে-র কবিতায় মার্কসবাদী দর্শন প্রভাব রয়েছে। সমষ্টির মুক্তিতে কবি প্রথমাবধি আস্থাবান কিন্তু একই সঙ্গে কবিমানসের ভিতর ভিতরে ব্যক্তির মুক্তি ব্যাকুল ছায়াসম্পাত করেছে। তাই বিষ্ণু দে-র সমগ্র কাব্যে বিপ্লব ও প্রেম, ব্যষ্টি ও সমষ্টি, ধ্বংস ও নির্মাণ, সমাজচেতনা এবং অবচেতনা মিলেমিশে এক বিচিত্র মোজেইক অথবা যুগ্মবেণি রচনা করেছে. মূল মার্কসীয় প্রত্যয় ছেকেই 'অন্বিষ্ট'-র যাত্রারম্ভ—"The history of all hitherto existing society is the history of class struggle." —কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর এই প্রাথমিক বাক্যটি মনে পড়ে যায়। শ্রেণিসংগ্রামের আগুনে উত্তাপ পোহাতে চেয়েছেন স্বদেশে ও বিদেশে যেসব কবিরা-সুকান্ত ভট্টাচার্য, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মায়াকোভস্কি, আরাগঁ, এলুয়ার, বেরটোল্ড ব্রেশট, লোরকা, নেরুদা প্রমুখ—বিষ্ণু দে এক হিসেবে তাঁদেরই সংঘভুক্ত। কিন্তু এইসব সাম্যবাদী কবিদের মধ্যে তিনি বিশিষ্ট অর্থে ভাবুক ও রোমান্টিক, তাঁর কবিতায় কঠোরতা অপেক্ষা কোমলতার অনুপাত স্বভাবতই বেশি এবং এই অর্থে ব্রেশট অথবা মায়াকোভস্কির চেয়ে এলুয়ার-এর কিছু নৈকট্যে তিনি, আরাগঁ-লোরকা-নেরুদা-র প্রতিরোধের কবিতাবলিরে চেয়ে, প্রেমের কবিতার সঙ্গে সহমর্মিতায় তাঁর অবস্থান। অতএব 'অন্বিষ্ট'-এ 'আমারও অন্বিষ্ট তাই/অনুর সংহতি' ('অন্বিষ্ট') এই তাত্ত্বিক ও সংগ্রামী উচ্চারণের পর বঙ্গীয় কবি অনায়াসে 'এলসিনোরে' কবিতার—

তুমি যৌবন জীবন মূর্তিমতী
ভাস্বরতনু তুমি আগামীর সতী
তুমি নির্মাণ দূতারার গান

ইত্যাদি পঙ্‌ক্তিতে গীতিমুখর প্রেমচেতনার ব্যক্তিগত অলকাপুরীতে উপনীত হতে পারেন, অন্তত বিষ্ণু দে-র মধ্যে এই দুটি ভাবপ্রকরণের কোনো বিরোধ অথবা সংঘাত নেই। 'জল দাও' কবিতাতেও বিপ্লব ও প্রেম, সামাজিক অসুস্থতা ও ব্যক্তিগতের তুমুল আশাবাদ অনায়াস সহাবস্থান করে। 'জীবনে মৃত্যুতেদ কিম্বা মৃত্যুতে জীবনে ভগ্ন ব্যর্থ অসহায়/কি যে ভাবে কর্মহীন অর্থহীন অচেনা স্বদেশ' অথবা 'হয়তো বা নিরুপায়/হয়তো বা বিচ্ছিন্নের যন্ত্রণাই, বর্তমানে ইতিহাস/বালিচড়া মরা নদী জলহীন পায়ে পারাপার' প্রভৃতি যে অসুস্থ সময়ের বীক্ষণ বিশ্লেষণ—তা শেষ পর্যন্ত পরিণামরমণীয়তা পায়—

তোমাতেই বাঁচি প্রিয়া
তোমারই ঘাটের গাছে
ফোটাই তোমারই ফুল ঘাটে ঘাটে বাগানে বাগানে

এই তিন পঙ্‌ক্তির প্রাক্‌অন্তিম স্তবকটির ভাবনির্মিতির অসামান্যতায়।

অতএব সহজেই অনুমিত 'জল দাও' কবিতাটি গড়ে উঠেছে দুটি বিপরীতমুখী প্রবণতার দ্বন্দ্ব অথবা টানাপোড়েন এখানে পাশাপাশি মিশে গেছে পাবলো নেরুদা-র কবিভাষা থেকে ধার নিয়ে বলতে পারি 'Syllables of fear and tenderness'—ভয় ও কোমলতার অক্ষরগুলি। নেরুদার অসামান্য কবিতাটি 'Furiasy las penas' : 'Furias and sufferings'-পাঠক যদি পাঠ করেন, 'জল দাও' কবিতাটির সঙ্গে এর একটি তুলনা বা প্রতিসাম্য রচনায় তিনি প্রলুব্ধ হতে পারেন। বিষ্ণু দে-র কবিতায় গ্রীষ্মআবহ এবং দাঙ্গাবিধ্বস্ত ১৯৪৬-৪৭-এর কলকাতা, নেরুদার ১৯৩৪-এ লেখা, কবিতাটিতে পাচ্ছি ধ্বংসবিকীর্ণ স্পেনের নাভিশ্বাস, কাব্যের অক্ষর যথার্থই হয়ে উঠেছে রক্তাক্ত। এখন পৃথিবী কত বদলে গেছে তাই কবিতাও বদলে যাবে, কবি স্বপ্ন দেখছেন এতটুকু কবিতা অথবা ভালোবাসা দিয়ে পৃথিবীর সমুদ্যত ঘৃণা ও মৃত্যুকে জয় করবেন। মানুষের

হাতে মানুষের দমনপীড়ন স্পেনীয় ভাষার এই সাহসী কবির হৃদয়ে ঘনিয়ে এনেছে নির্বাসিতের অসহ্য যন্ত্রণা, অন্ধকার ও বিরক্তির ফুটন্ত জ্বালা "And am I then truly exiled/While a rive of burning water passes in the dark?" এরই বৈপরীত্যে স্থাপিত হয়েছে প্রিয়তমার চিত্রোপমা, গোলাপের বনে ঝড় উঠল 'exactly as the sapphire of lunar avarice/you tremble from your lovely navel up to the roses' —এভাবেই দ্বন্দ্ববিদীর্ণ মানস পৌঁছাতে চেয়েছে বিশ্বাসের উপকূলে। একই সমান্তরাল মানসক্রিয়া বিষ্ণু দে-তে দেখতে পাচ্ছি। দাঙ্গাবিধ্বস্ত দেশজাতিকাল কবিকে মানবতার অবক্ষয়ের বোধে দিশাহারা বিপর্যস্ত করেছে। অবিশ্বাসের এই সমুদ্যত ফণা গ্রীষ্মদহনের নিষ্ঠুর পরিপ্রেক্ষিতে সোচ্চার প্রকট—'হয়তো বা যন্ত্রণাই সার/....অত্যাচারে অনাচারে উদ্ভ্রান্ত উন্মাদ এই বর্তমান।' কিন্তু শেষ সত্য দাঙ্গার খবর নেয়, শেষ সত্য রাত্রির নক্ষত্রে যার তুলনা, প্রকৃতিস্থ অস্তিত্বের একরাশ সাদা বেল ফুল। এই নক্ষত্র ও বেলফুল আসলে প্রেম ও প্রিয়ার প্রতীক—যার অনুধ্যানে কবি খুঁজে ফেরেন প্রার্থিত সমাধান। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, মেশিনগানের সামনে জুঁইফুলের হাসির কথা, জীবনের সেই চিরন্তন জয়শক্তির কথাই বিষ্ণু দে বলছেন কিছু ভিন্নভাবে।

'জল দাও' কবিতাটির শুরুতে ফাল্গুন ও মাঘ বৎসরকাল হিসেবে উল্লেখিত। স্মরণে আসে বিষ্ণু দে-র এক অনন্য গীতিমুখর উচ্চারণ : 'সেদিন আমার বাসা ছিল মাঘ ফাগুনে/বিভোল সে গানে কালের ত্রিতাল কে শোনে' ('হোমরের ষট্‌মাত্রা')। এই বসন্তউল্লেখ যা কবিতাপ্রারম্ভে অবশ্যই ব্যঞ্জনাময়। আলোচ্য কবির কবিতায় সংগীতের স্বর ও শ্রুতি চিত্রের সূক্ষ্ম রংস্তর সাংকেতিক কবিতার শিল্পের বিনিময়কে তত্ত্ব থেকে প্রয়োগে নিয়ে আসে। 'গন্ধের আলাপ', 'পরাগের পাখোয়াজ' প্রভৃতি সাংগীতিক অনুষঙ্গ এক বিশেষ স্বাদুতা এনেছে, এভাবেই কবিতায় সঞ্চারিত হয় সংগীতের ধর্ম এক বিশেষ ধরনের আভাসময়তা যার এক মহোত্তম পরিণতি দেখি অন্যত্র 'জন্মাষ্টমী' কবিতায় বিঠোফেনীয় আকাশে। সুরের মাধ্যমে রূপবৈচিত্র্য যে সংহতি লাভ করে বাকস্রষ্টা বাণীপুরোহিত কবিরা তাই হল অভীষ্ট। অতএব 'বসন্তবাহার' নামক দ্বিতীয় স্তবকের শব্দ ব্যবহার শুধু রাগরাগিণী নাম নয় সেখানে আছে বসন্তপ্রকৃতির বহুমুখী স্পন্দনের একমুখী রূপান্তরের আত্মিক আকাঙ্ক্ষা।

## ৯.১৩.৩ হিন্দুমুসলিম দাঙ্গার পটভূমি ও বিষ্ণু দে

স্পেনের গৃহযুদ্ধ চিলির কবি পাবলো নেরুদা-কে দুঃখমগ্ন করেছে আর বিষ্ণু দে বিষাদগ্রস্ত হয়েছে ১৯৪৬-৪৭-এর রক্তক্ষয়ী হিন্দুমুসলমান দাঙ্গার কারণে যা কলকাতাকে পরিণত করেছিল নরকে। এইখানে পাই সমাজচেতনার অভিঘাত। বন্ধু কিংবা বইয়ের আশ্রয়ের থাকা মসৃণ মনে হঠাৎ তির্যক বিভাজনরেখা এনে দেয় দাঙ্গার খবর। গ্রীষ্ম-আক্রান্ত কলকাতার দগ্ধ পটভূমি ভরে তুলছে অসংখ্য ঘরছাড়া দেশহারা মানুষ, বিশাল ভারতবর্ষের ভিতর থেকেও তারা অকস্মাৎ বিচ্ছিন্ন শিকড় :

এখানে ওখানে দেখ দেশছাড়া লোক ছায়ায় হাঁপায়
পার্কের ধারে শানে পথে পথে গাড়িবারান্দায়
ভাবে ওরা কি যে ভাবে। ছেড়ে খোঁজে দেশ
এইখানে কেউ বরিশালে কেউ কেউ বা ঢাকায়।

'মৃত্যুতে জীবনে ভগ্ন ব্যর্থ অসহায়' এইসব মানুষ 'কর্মহীন অর্থহীন অচেনা স্বদেশ' অন্বেষণ করে ফেরে। দেশভাগকালীন এই রক্তাক্ত ইতিহাস হোসেন মান্টো, খুশবন্ত সিং প্রমুখের কোনো কোনো গল্পে উপন্যাসে আছে। জীবনানন্দ দাশের '১৯৪৬-৪৭'-এর মতো কবিতায়ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রভৃতি কবিমননে নৈরাশ্যের সঞ্চার করছে। জীবনানন্দ সারা দেশজুড়ে দেখেছেন অন্ধকার হতাশা, শেষ পর্যন্ত বিবর্তনের পথে নিখিল মানবের

ঊর্ধ্বগতি দেখে আশ্বস্ত ও আশাবাদে স্থিত হয়েছেন ; অন্যদিকে বিষ্ণু দে নৈরাশ্যের সংকেতরূপে উপস্থাপিত করেছেন গরমে বিনষ্ট দেশ ও সত্তাকে, প্রেমের এমনকী ব্যক্তিগত প্রেমের অনুধ্যানে তিনি সমাধান ও মুক্তি খুঁজেছেন। পাস্তেরনাক সম্বন্ধে যেমন বলা হয়েছে "The theme of love is constant in Pasternak" (J. M. Cohen : 'Poetry of this Age'), তেমনই বলতে পারি প্রেমভাবনা বিষ্ণু দে-র কবিতার এক মুখ্য উপজীব্য। অতএব 'জল দাও' অন্তরঙ্গো প্রেমের কবিতা বলেও গণ্য হতে পারে।

আমি দূরে কখনও বা কাছে পালে পালে কখনও বা হালে
তোমার স্রোতের সহযাত্রী চলি ভোলো তুমি পাছে
তাই চলি সর্বদাই
যদি তুমি ম্লান অবসাদে
ক্লান্ত হও স্রোতস্বিনী অকর্মণ্য দূরের নির্ঝরে
জীয়াই তোমাকে পল্লবিত ছায়া বিছাই হৃদয়ে

কিন্তু জীবনানন্দ অথবা সুধীন্দ্রনাথের মতো কবিরা যেখানে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সরণি দিয়ে যাত্রা করে প্রেমসম্পর্কিত তীব্র আত্মগত ধারণায় উপনীত হন বিষ্ণু দে-র মতো কবি সেখানে সমাজঅভিজ্ঞতার পথে যাত্রা করে এবং গোষ্ঠীচেতনাকে মেনে নিয়ে এসে পৌঁছান প্রেমসম্পর্কিত উত্তরণে এবং এই লব্ধ অভিজ্ঞতাকে আত্মগত বলতে বাধা নেই।

মার্কস-এর সাম্যবাদ বিষ্ণু দে-র কবিতার ভাববস্তুকে সামগ্রিকভাবে প্রভাবিত করেছে। কিন্তু ফ্রয়েড-এর সাইকো-অ্যানালিসিস বা মনোবিকলনের তত্ত্ব কবির আঙ্গিক নির্বাচন ও চিত্রকল্পকে বৈপ্লবিকভাবে বদলে দিয়েছে, তাঁর সৃষ্টিকর্ম সম্পর্কিত ধারণাকে দিয়েছে গতিবেগ। জীবনসম্পর্কিত এই নূতন মনোভঙ্গি বিষ্ণু দে-র কাব্যে সুররিয়েলিজমের বিস্তার ঘটিয়েছে। বিশ্বকবিতার দুই বিখ্যাত কবি আরাগঁ এবং এলুয়ার-এর মতো বিষ্ণু দে-র কবিতাও সাম্যবাদ এবং সুররিয়ালিস্ট প্রবর্তনা বা অবচেনাবাদের যৌথ সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে। ভাবের মুক্তি, ছন্দের মুক্তি, বুদ্ধিযুক্তির উপর কল্পনাকে প্রতিষ্ঠা, স্বপ্ন এবং স্বতঃস্ফূর্তি এসবই আলোচ্য কাব্যকবিতায় খোঁজা হয়েছে।

১৯৪৩ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধবিদীর্ণ পৃথিবীতে জার্মানির প্যারিস-অবরোধের বিপক্ষে এলুয়ার লিখেছিলেন প্রতিরোধের কবিতা। 'Enterrar y caller' ('Bury and be Silent') কবিতায় কবি শেষ পর্যন্ত জার্মানির অত্যাচারের তীব্র দুঃখমুহূর্তেও তাকিয়েছিলেন এক নূতন ভোরের দিকে। প্রবল দুঃখবিস্তারকেও ঢেকে দেয় এই সমাগত প্রভাত। আশা ও হতাশাকে যুগপৎ ছুঁয়ে এই উদিত মুহূর্ত অমর হয়ে ওঠে। মর্তধুলায় প্রেম ও ঘৃণা, নগ্ন দিবালোকে ভালোবাসা পুড়ে যাচ্ছে, তবু এই পৃথিবীতে কবি শাশ্বত অভিজ্ঞতা হিসেবে আশাকেই বেছে নিচ্ছেন। অনুরূপ ভাবক্রিয়া 'জল দাও' কবিতায় এবং সামগ্রিকভাবে বিষ্ণু দে-র কাব্যে রয়েছে। 'উন্মারে ব্যবসা', 'গৃধ্নু দানবিক সিংহকণ্ঠ', 'হয়তো বা যন্ত্রণাই সার', 'অত্যাচারে উদ্‌ভ্রান্ত উন্মাদ এই বর্তমান' ইত্যাদি উচ্চারণ সময়ের সুস্থিতির অভাবজনিত যে অস্তিত্বের সংকটকে প্রকাশিত করছে, তারই শুশ্রূষার জন্য শেষ পর্যন্ত উদ্‌গীত হয় বিশ্বাসের ইতিমূলক বাণী :

তবু আমি খুঁজিনি বিষাদ
সোনালি চাঁদের এই নীল নির্বিকার আলোর বন্যায়
বরঞ্চ গুণেছি দেশে দেশে লক্ষ্মীমন্ত সচ্ছল সুঠাম

গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে, বিস্তৃত শান্তির বর্ষা

অথবা

একাকার মুহূর্তে তখন চূড়ায়িত ক্ষণে সাম্প্রতিক
অতীত ও আগামীর গান
প্রাত্যহিকে প্রাত্যহিকে
পলিতে উর্বর দিকে দিকে মানসে শরীরে
জীবনে জীবন।

'সাহিত্যের ভবিষ্যৎ' গ্রন্থে সংকলিত 'বাংলা সাহিত্যে প্রগতি' প্রবন্ধে বিষ্ণু দে একটা মূল্যবান কথা বলেছেন, 'আপন সমস্যাকে শুধু নিজের মনে গহ্বর নিষ্ক্রান্ত স্বয়ম্ভু জীব না ভেবে, সে যে ইতিহাসব্যাপী সমস্যারও অংশ এই উপলব্ধির নিয়ত চর্চা লেখকের প্রস্তুতির সহায়'। বলা বাহুল্য ইতিহাসচেতনা এই কবির ভিতরে ভিতরে অন্তঃসার রূপে অবস্থান ঘোষণা করেছে। সাঁ জঁ পার্স অভিনেত্রী মানবসভ্যতার বিপুল অগ্রগমনকে তাঁর 'আনাবাস' কাব্যে ও অন্যত্র লিপিবদ্ধ করেছেন। দৃষ্টিকোণ কিছুটা ভিন্ন হলেও বিষ্ণু দে সময় এবং ইতিহাসের এই অভিযাত্রা এবং যাত্রীমানুষের ক্রমাগত পথিকপরিচয় সম্পর্কে সচেতন এবং এই ঐতিহাসিক ঐতিহ্যসচেতনতা তাঁর কবিতা মহিমান্বিত হয়ে ওঠার একটা কারণ। দেশছাড়া অগণিত মানুষের বিপুল মিছিল যা মহানগরীর পথে রক্তাভ রৌদ্রে বিপন্ন বেপথু তারই ভিতর প্রতিবিম্বিত কালের যাত্রার ধ্বনি।

কারণ দেখেছে সব গোবি মরুভূতে এক যাত্রা কত সহাস পুরুষ
যাত্রী অভিযাত্রী চলে দেখেছে তো তুষারের দেশে জয়মালা
... ... ... ... ... ... ...
মানুষের প্রেমে বীর দগ্ধমেরু কিম্বা দীর্ণ মধ্য এশিয়ায়
গমের ধানের ক্ষেত্রে প্রাণের আশ্বিন আনে স্টেপে ও তুন্দ্রায়
বিজয়ী বসতি আনে সচ্ছল বসতি আনে উন্মুখর দেশ

মানুষের বিচ্ছিন্ন শিকড় শেষ পর্যন্ত নবজলের আশ্বাসের স্থিতিশান্তি পাবে এই বোধ কবির ছিল এবং এখানেই নিহিত তাঁর মানবতাবাদ।

## ৯.১৩.৪ ইতিহাসবোধ ও প্রেমচেতনা

এই ইতিহাসবোধের সঙ্গে যুক্ত করে, ব্যষ্টিকে সমষ্টির সঙ্গে সমীকৃত করে কবি তাঁর ব্যক্তিগত প্রেমচেতনাকে সাধারণ্যে বিশ্বাসবহ করে তুলেছেন। 'The writer softens the character of his egoistic daydreams by altering and distingushing it'—লেখক তাঁক স্বপ্নমাধুরীকে ছদ্মবেশ পরিয়ে প্রকাশ করেন, পাঠকমনের কাছে স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য, সাহিত্যসৃষ্টির নেপথ্যে স্থিত এই ফ্রয়েডভাষ্য এখানে প্রয়োগ করতে পারি। কবির প্রেমস্বপ্ন এভাবেই নিখিল বিস্তার পেয়ে অমরত্বের পথে পা বাড়াল। কালের যাত্রায় সামিল যে মানুষ আবহমান, তারই সঙ্গে চুপে চুপে রূপে রূপে যেন মিশে গেছে প্রেমিকার জীবনস্রোত ও বহতা : এই নারী চিরবিপ্লবিনী, মিছিলে প্রতিরোধে সংগ্রামে বিপ্লবে তারই অপরাজেয় দেহপ্রতিমা জনতরঙ্গে ডুবন্তভাসন্ত—

তোমার স্রোতের বুঝি শেষ নেই, জোয়ার ভাঁটায়
এদেশে ওদেশে নিত্য ঊর্মিল কল্লোল
পাড় গড়ে পাড় ভেঙে মিছিলে জাঠায়
বন্যার অজেয় যুদ্ধে কখনও বা ফল্গু বা পল্বলে
কখনও নিভৃতি মৌন বাগানের আত্মস্থ প্রসাদে
বিলাও বেগের আভা

'বিলাও বেগের আভা' এই বাক্যাংশই সবিশেষ মূল্যবান। অধিকন্তু রূপসী প্রিয়ার এই পথচলায় অনিবার্যভাবে কবিপ্রেমিকের, দাবদগ্ধ তৃষিত পুরুষের প্রাণযাত্রা মিশে যায় এবং এখানেই 'জল দাও' কবিতাটির প্রেমের কবিতা হিসেবে মরমী উপসংহার—"আমি দূরে কখনও বা কাছে পালে পালে কখনও বা হালে/তোমার স্রোতের সহযাত্রী চলি ভোলো তুমি পাছে/তাই চলি সর্বদাই" এইসব পঙ্‌ক্তি অথবা অংশ অতএব তাৎপর্যপূর্ণ।

বিষ্ণু দে-কে বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে প্রতিরোধের কবি বলে চিহ্নিত করতে পারি এবং ইংল্যাণ্ডে ত্রিশের দশকে যে কবিত্রয় লিখতে শুরু করেন সেই অডেন, ডে ল্যুইস ও লুই ম্যাকনিস-এর সঙ্গে তাঁর অবস্থানগত সামীপ্য লক্ষ্য করা যায়। এঁরা সকলেই তাত্ত্বিক মার্কসবাদ দ্বারা কমবেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন। অডেন বিষ্ণু দে-র মতোই সাহিত্যিক ঐতিহ্য থেকে প্রচুর পরিগ্রহণ করেছিলেন নিজের লেখন-ভঙ্গিমাটিকে অর্জন করে নেয়ার জন্য, হপকিন্স হার্ডি থেকে লোকগাথা লোকগীতির জগতে এমনকী মধ্যযুগে তাঁর সহজ প্রয়াণ এবং তাঁর বিপ্লবের ধারণা যত না বেশি রাজনৈতিক পরিবর্তন চেয়েছে তার চেয়ে বেশি চেয়েছে ব্যক্তিগত হৃদয়-পরিবর্তনকে। It is time for destruction of error—ভুলকে উৎসাহিত করার লগ্নসময় এসেছে, এ উচ্চারণ তাঁর। অডেন যুদ্ধ ও বিপ্লবের তীরে বসে ঢেউ গণনা করেছিলেন, একজন শুদ্ধ ভাবুকের সম্ভবত এই হচ্ছে নিয়তি। তবুও দুঃস্থ সময়ের বেদনা তাঁর কবিতায় প্রতিফলিত হয়ে মানসের গভীরে প্রসারিত যন্ত্রণাবোধকে প্রকাশ করেছে

The stars are dead; the animals will not look
We are left alone with our day; and the time is short and History to be defeated
May say Alas but cannot help or pardon

'Spain 1937 কবিতায় উচ্চারিত এই বিষাদবাগ 'জল দাও' কবিতার দুঃস্থসময়ে প্রকট বঙ্গাকবির বিষাদবাদের সঙ্গে তুলনীয় এবং উভয় ক্ষেত্রেই পলায়নীবাদের আশ্রয় না নিয়ে বরং নগর ও জীবনকে পুনর্লিখিত করে নেয়ার প্রয়াস দেখা গেছে। বিষ্ণু দে-র ক্ষেত্রে এই উত্তরণ এসেছে শিল্পের অনুধ্যানে, ব্যক্তিগত প্রেমের জয়ঘোষণায় ও মানুষের যাত্রীরূপের ঐতিহাসিক অর্থপাঠে। কবিতায় বালাসরস্বতী ও রুক্মিণী দেবীর উল্লিখন শিল্পের শরণ নিয়ে কেন্দ্রবিক্ষিপ্ত সম্বিৎকে আত্মস্থ করার প্রয়াস বলে গণ্য হতে পারে।

যে-কোনো ভালো কবিতার মতোই 'জল দাও' কবিতাটির বহুস্তর অর্থ ও ব্যাখ্যা হতে পারে। পাঠক লক্ষ করুন শেষতম পঙ্‌ক্তিটি 'জল দাও আমার শিকড়ে'। ধীরে ধীরে তিনি অনুভব করবেন তাঁর মন প্রবেশ করছে এলিয়ট-এর 'The Waste Land'-এর দগ্ধদীর্ণ জগতে।

Here is no water but only rock
Rock and no water and sandy road

In a flash of lightning. Then a damp gust
Bringing rain

অথবা,

I sat upon the shore
Fishing, with the arid plain behind me
Shall I at least set mt lands in order?

এইসব কাব্যিক বাক্যাবলির মধ্যে শূন্যতাবোধ ও অস্তিত্বের সংকট, নবজলের আগমনবার্তায় নবজীবনলাভের যে প্রত্যাশা এবং বিপর্যয়কে পরাভূত করার আকাঙ্ক্ষা পরিলক্ষিত হয় তার সঙ্গে 'জল দাও' কবিতার ভাববস্তুর মিল আছে। কিন্তু এলিয়ট-এ যাত্রা শুরু সভ্যতার সংকটের সঙ্গে পরোক্ষ যোগযুক্ত ব্যক্তিগত সংকট থেকে, সেখানে বিষ্ণু দে-র প্রারম্ভবিন্দু সামাজিক ঐতিহাসিক সংকট, এলিয়ট-এ যেখানে বিলীয়মান যৌনতার অপসরণধ্বনি, সেখানে বিষ্ণু দে-র কবিতাটিতে রয়েছে উদিত যৌনতার জীয়ন-বেগ। এলিয়ট-এ সূচনায় গ্রীষ্মদুঃস্বপ্ন 'April is the crullest month', 'summer' গ্রীষ্ম শব্দটির উল্লেখ পাই। বিষ্ণু দে-র প্রথমার্ধে "গরমে বিবর্ণ হল গোলমোরের সাবেক জৌলুষ" এবং "রৌদ্রের কুয়াশা জ্বলে" ইত্যাদি বাক্যাবলিতে গ্রীষ্মদুঃস্বপ্ন প্রকট। এই নাগরিক নরকের রূপায়ণ 'অন্বিষ্ট' নামক বিখ্যাত দীর্ঘ কবিতার ভিতর আরও গভীরভাবে অবস্থান করছে।

## ৯.১৩.৫ কবিতায় জল-প্রতীকের ব্যবহার

এই অনুসন্ধান করলে দেখা যায় 'জল দাও' কবিতাটির নামকরণে শুধু নয়। ভিতরে ভিতরে অগণন জল-প্রতীক অবস্থান করছে।

কিন্তু আমরা যে পৃথিবীর আমরা মানুষ
আমাদেররই অতীতের স্রোতে গড়ি ভবিষ্যৎ
একূলে ওকূলে আমাদেরই বর্তমানে
কিছুটা উদ্বৃত্ত সত্ত্বেও—বৃষ্টি কিম্বা আর্তেসীয় জলে।

অথবা

আমরা কোপাই গাঁথি বুনি

অথবা

কিম্বা বুঝি মোহনার গান

ইত্যাদি পঙ্‌ক্তি উদাহরণ হিসেবে পেশ করছি। হুগলি-রূপনারায়ণ-দামোদর-কাঁসাই-হলদি-পদ্মা প্রভৃতি নদীনামগুলি অপ্রাসঙ্গিক নয় বরং অর্থবহ। 'সমুদ্রে', 'ঊর্মিল জোয়ার', 'পলিতে উর্বর', 'স্রোত' প্রভৃতি বাক্যাংশে মুক্তিপ্রতীক যৌনপ্রতকী ছড়িয়ে আছে ; সর্বোপরি 'আসন্নসম্ভবা অন্তর্মুখী জননীর মতো/বৈশাখীর বৃষ্টির আগের স্তব্ধতায় সতর্ক গম্ভীর' এবং 'জল দাও আমার শিকড়ে'র মতো প্রতীকী উচ্চারণ কবিতাটিকে প্রায় 'ওয়েস্টল্যান্ড' সুলভ নবজলে মুক্তির সমাধানের মনোরম প্রার্থিত পথে স্থাপিত করছে।

'দ্য ওয়েস্টল্যান্ড' প্রসঙ্গে সমালোচক মন্তব্য করেছেন—'The experience of agony and its doubt rise out of the physical conditions of this journey through the Wast Land, now the desert

scene of the part I which emphasies the need of water'। মরুভূমি অভিজ্ঞতার বেদনাপ্রতীক, তারই শুশ্রূষা অথবা উপশমের জন্য নবজলের প্রয়োজন। এলিয়ট-এ গ্রেইলকাহিনি, মৎস্যরাজপ্রসঙ্গ, বর্ষচক্র আবর্তন এবং শস্যের মৃত্যু ও উত্থান ; বিষ্ণু দে-কে 'কুরুক্ষেত্র ভীষ্ম' অথবা 'অজ্ঞাতবাসের বীর বৃহন্নলা অর্জুনে'র মতো জীবনের হঠাৎ বন্ধ্যা হয়ে যাওয়ার প্রতীক খুঁজতে হয়েছে। বেদনানিদানরূপে ধারাজলের সকাম প্রার্থনাতেই স্বাভাবিকভাবে 'জল দাও' কবিতাটির পরিসমাপ্তি, 'ওয়েস্টল্যান্ড'র প্রতিপাদ্যের সঙ্গে কিছু ভারসাম্য অবশ্যই আছে। এলিয়ট বিষ্ণু দে-র অন্যতম কাব্যগুরু এবং এলিয়ট অনুবাদে এই বাঙালি কবি গুরুঋণ পরিশোধে কিছুটা উদ্যোগী হয়েছিলেন।

বিষ্ণু দে-র 'জল দাও' অথবা অন্য দীর্ঘ কবিতা অথবা সুধীন্দ্রনাথ-এলিয়ট প্রভৃতি কবির কবিতা পাঠকালে অর্থ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে একজন সমালোচক কতটা স্বাধীনতা নিতে পারেন প্রশ্ন উঠতে পারে। কবিতার এই অর্থবোধের কোনো স্থির কেন্দ্র নেই, স্বচ্ছন্দ ও মুক্তভাবে নির্মাণ ও বিনির্মাণের মধ্য দিয়ে একজন সাহিত্য-আলোচক অগ্রসর হতে পারেন। এই তত্ত্ব মেনে নেওয়ার পরও ফুকোর (Foucault) সতর্কবাণী মনে আসে যেসব নিয়ম ও ধারণা অর্থবোধের উৎপত্তি ঘটায়, অর্থ আবিষ্কারের জন্য নিয়োজিত সেইসব সংখ্যাতীত বৈচিত্রী ও নিয়মনীতি-নিয়ন্ত্রিত। অর্থের আরোপ করতে গেলে অন্যান্য কিছু অর্থ খারিজের প্রয়োজনও দেখা দেয়। স্বয়ং দেরিদা (Derrida), যিনি আধুনিক deconstruction সমালোচনাপদ্ধতির এক প্রধান প্রবক্তা এ ব্যাপারে কিছু আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেছেন, "We must therefore try to free ourselves from this language"; অবশ্য ভাষার আলোচ্য আধিপত্য থেকে মুক্তিলাভ বাস্তবে সম্ভব নয়, আমাদের বাধা দিতে অথবা প্রতিহত করতে হয়, যার মানে প্রচলিত প্রথামাত্রিকতাকে বর্জন করে এগানো। 'জল দাও'-র মতো কবিতায় স্বভাবতই নিহিত দুর্বোধ্যতার দেখা পাওয়া অস্বাভাবিক নয়, 'লেবার্নম' বা 'চেলিউসকিন', 'আর্তেসীয়' অথবা 'ক্রতুকৃতম' প্রভৃতি ইংরেজি ও সংস্কৃত শব্দের ব্যবহারে বিষ্ণু দে-র কবিতায় পদে পদে উল্লিখন Allusion-এর জন্ম হয় এব সতর্ক পাঠককে সাবধানে গ্রন্থিমোচন করে করে অগ্রসর হতে হয়। তিনটি প্রধান অর্থ ভিতরে ভিতরে কাজ করে যাচ্ছে। এক, দাঙ্গাজনিত দুঃস্বপ্ন, দুই, যৌথ উজ্জীবনের সাম্যবাদী স্বপ্ন এবং তিন, ব্যক্তিগত প্রেমস্বপ্ন এবং তিনটি স্বপ্নই যুগপৎ সংশ্লিষ্ট ও বিশ্লিষ্ট।

## ৯.১৩.৬ কবিতার শব্দ-চিত্রকল্প-ছন্দ

'জল দাও' কবিতাটির আঙ্গিক-শব্দচয়ন, ছন্দ, স্তবকনিমিতি, মিলের ব্যবহার বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় বিষ্ণু দে-র কবিতাশিল্পের অনবদ্য নির্মাণদক্ষতা—যা তাঁকে রবীন্দ্রপরবর্তী ভারতীয় কবিতার এক পুরোধা ব্যক্তিত্বরূপে চিহ্নিত করেছে।

কবি পঙ্‌ক্তিতে পঙ্‌ক্তিতে মিল কদাচিৎ ব্যবহার করেছেন, অধিকাংশ স্তবকেই মিলের ব্যবহার নেই, এরই মধ্যে প্রথম স্তবকে মিলের বহুলতা আছে, যদি সে মিল ধ্বনির মৃদুতায় খুব সূক্ষ্ম প্রায় অদৃশ্যভাবে অবস্থান করে। 'মাঘেই,' 'আগে', 'নিয়মে', 'সংযমে', 'বাজে' 'পাখোয়াজে' এই শব্দে মিল স্বতঃস্ফূর্ত সরল ও অনায়াস। কিন্তু পরবর্তী দ্বিতীয় স্তবকে মিল অন্তর্হিত—মিছিলে, অভিযানে, তার, আজ, বিষাদ প্রভৃতি পরপর পঙ্‌ক্তিশেষ শব্দগুলিতে কোনো ধ্বনিসাম্য নেই। এভাবেই কবিতাটি এগিয়ে চলে। একেবারে শেষে আবার মিলের পুনরাবির্ভাব—শেষ থেকে চতুর্থ চার পঙ্‌ক্তিতে abab ধাঁচের মিল দেখি—ভাঁটায়, কল্লোলে, জাঠায়, পল্বলে।

কবিতার ছন্দ আদ্যন্ত অক্ষরবৃত্ত অথবা পয়ারজাতীয়, প্রবোধচন্দ্র সেন যাকে মিশ্র কলাবৃত্ত বলে নির্দেশ করেছেন। একটু উদাহরণ দিচ্ছি—

|| | ||| || || || || ||
যদি বা হতুম ফুল বইতুম দক্ষিণের হাওয়া
|| || | | || || || || || ||
রইতুম নিষ্পলক রূপান্তরে দ্রুত নিত্য চাঁদ
|| || | || || || | |||
কিন্তু আমরা যে পৃথিবীর আমরা মানুষ
| | | | || || || ||||
আমাদেরই অতীতের স্রোতে গড়ি ভবিষ্যৎ

ছন্দোমুক্তি বা ছন্দস্বাধীনতা দেখি 'আমাদেরই' শব্দটির 'আমাদেরি' এবংবিধ পাঠ অথবা উচ্চারণে। বিশ্লিষ্ট উচ্চারণ পাই যেমন 'ও বছরে বর্ষার সজন মিছিলে' ; এখানে 'বর্ষার' তিনমাত্রা না হয়ে চার মাত্রা 'বরষার'। পারিভাষিকভাবে বলা যায়—অক্ষরবৃত্তে মাত্রাবৃত্তের ধর্ম সঞ্চারিত হল অথবা মিশ্রকলাবৃত্তে কলাবৃত্তের। পাশাপাশি বিভিন্ন স্তবকে কলাবৃত্ত-মাত্রাবৃত্ত, মিশ্রকলাবৃত্ত-অক্ষবৃত্ত, দলবৃত্ত-স্বরবৃত্ত প্রভৃতি ব্যবহারে নানা পরীক্ষানিরীক্ষা বিষ্ণু দে করেছেন—এ ব্যাপারটি তাঁর খুব প্রিয়—বিখ্যাত উদাহরণ 'অন্বিষ্ট' নামক অসামান্য দীর্ঘ কবিতাটি। বিষ্ণু দে-র এজাতীয় সঙ্গে কেউ হয়তো সংস্কৃত চম্পূকাব্যের তুলনা দিতে প্রলুব্ধ হবেন যেখানে থাকে গদ্য-পদ্যের মিশাল। 'জল দাও' কবিতায় অবশ্য আদ্যন্ত মিশ্রকলাবৃত্তের ব্যবহার। স্তবক সংখ্যা মোট কুড়িটি।

### ৯.১৩.৭ উপসংহার

উপসংহার বলি, বিষ্ণু দে-র কবিতা পড়তে গেলে নূতন এবং সুন্দর লাগে। বাংলা কবিতার ধারায় তিনি এক স্বতন্ত্র পথের পথিক। প্রচুর কবিতা তিনি লিখেছেন, তাঁর কবিতা রাজনৈতিক চেতনার দিগন্তে ছুঁয়ে গেছে—মানুষের সুস্থ জীবনযাত্রা তাঁর কাম্য ছিল এবং সেই জীবন কীভাবে পাওয়া যাবে বা কি রকম হবে সে সম্বন্ধে তিনি ভাবনাচিন্তা করেছেন।

## ৯.১৫.১ সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতা : হে মহাজীবন

সুকান্ত ভট্টাচার্যের ' হে মহাজীবন' কবিতাটি এক অনুপ্রেরিচ মুহূর্তের সৃষ্টি—কবিতার কাছ থেকে কবি বিদায় নিচ্ছেন—কিন্তু অনবদ্য কবিতাতেই উচ্চারণ করছেন সেই বিদায়বাণী এবং এই অদ্ভুত অন্তর্লীন contrast বা বৈপরীত্যের ফলে এক অসাধারণ সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়েছে এই মুক্তানিটোল সাহিত্যকর্মটিতে। মনে হয় এমন কবিতা আগে কেউ কখনও লেখেনি, ভবিষ্যতেও কেউ আর কখনও পৃথিবীতে এসে এমন কবিতা লিখবে না। এ কবিতায় রোমান্টিক কবিতার প্রসিদ্ধ চাঁদের বিদ্রোহ, পূর্ণিমা-চাঁদের মোহময়ী ছলনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। কিন্তু এই কাজটি করতে গিয়ে কবি বাংলা কবিতায় চাঁদের এমন এক অপূর্ব নতুন চিত্রকল্প নির্মাণ করেছেন যা বহুদিন ধরে বহু কাব্যামোদীকে ক্ষুধায় ক্লান্তিতে সংগ্রামে প্রতিরোধে বিদ্রোহে বিপ্লবে পথ দেখাবে।

### ৯.১৫.১ চাঁদের প্রসঙ্গ ও আবহমান কবিতা

চাঁদ আবহমান কাল থেকে কবিদের প্রিয়তমা, মানুষ তার সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়েছে, কবিরা তার নামে কবিতা রচনা করেছে। কত বিরহী, কত প্রেমিক আকাশে চাঁদের দিকে তাকিয়ে বিনিদ্র রজনী যাপন করে গেছে।

চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে উছলে পড়ে আলো/ও রজনীগন্ধা তোমার গন্ধসুধা ঢালো' অথবা 'নিবিড় অমা তিথির হতে/বাহির হ'ল জোয়ার স্রোতে/শুক্লরাতে চাঁদের তরণী'—রবীন্দ্রনাথ ; 'The obed maiden/with white fire laden/whom the mortals call the moon' (শেলি)—ডৌল দেবকুমারী শুভ্র আগুনে ভরা, মানুষেরা তাকে চাঁদ বলে—চাঁদের নামে এমন কত উচ্চারণ কবিরা করে গেছেন। চাঁদ নিয়ে কবিতা লিখেছেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ('জন্মান্তর') 'আধখানি চাঁদ রূপার কাঠির পরশে' শেকসপিয়র-এর চাঁদ নিয়ে বহুবিধ উচ্চারণ রয়েছে। 'How sweet the moon sleeps upon this banks', ('Merchan of Venice') এপারে কী মধুর চাঁদের আলো ঘুমিয়ে পড়েছে, 'The moon shines bright, in such a night as this' ('Merchant of Venice') এমন রাতে চাঁদের উজ্জ্বল আলো ঝরে পড়ছে। 'The charist maid is prodigal enough/to unmask her beauty to the moon' বেহিসাবি নারী যেমন তার সৌন্দর্য উন্মুক্ত করে চাঁদের কাছে ('Hamlet'); 'It is the very error of the moon;/she comes more near the earth than she was wont, and makes men mad ('Othello') চাঁদ ভুল করে পৃথিবীর কাছে এসেছিল, মানুষেরা তার রূপে পাগল হয়ে গিয়েছে, 'Lady, by yonder blessed moon I fwear/that tips with silver all these fruit-tree tops' ('Romeo and Juliet') নারী ওই উঠেছে ধন্য চাঁদ, ফলগাছের চূড়াগুলো রুপোলি রঙে ছুপিয়ে দিয়েছে ; 'I walk unseen/on the dry smooth-shave green/to behold the wandering moon' (মিলটন 'L Allegro') আমি অদৃশ্য সবুজের বুকে হাঁটব ভ্রাম্যমাণ চাঁদকে দেখার জন্য ; 'So, We'll go no more a roving/So late in the night,/Though the heart be still as loving/And the moon be still as bright' (লর্ড বায়রন : 'So, we will go no more Roving') এখনও হৃদয় ভালোবাসছে, এখনও চাঁদ এত উজ্জ্বল, তবু এমন গভীর রাতে আমরা আর ঘুরে বেড়াব না ; 'And the moon is under seas' (হাউজমান : সাগরতলে চাঁদের খেলা) 'O Moon of my delight who knows no wane/The Moon of Heaven is rising once again' (ফিটজারাল্ড : 'রুবাইৎ-ই-ওমর খৈয়াম') আমার আকাশবাসিনী আনন্দের ক্ষয়হীন চাঁদ আবার উঠছে—আবার যখন উঠবে এই বাগানে সে আমাকে হায় বৃথা খুঁজবে 'Two red roses across the moon' (মরিস) দুটি লাল গোলাপ চাঁদের উপরে ; 'The silver apples of the moon' (ইয়েটস) চাঁদের রুপালি আপেল কে তোলে সময় ফুরোনোর আগে ; আবহমান কাল থেকে চাঁদ নিয়ে এমন কবিরা করে গেছেন।

## ৯.১৫.২ 'হে মহাজীবন'-এ চাঁদের চিত্রকল্প

সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'হে মহাজীবন' নামক মুক্তানিটোল কবিতায় চিত্রকল্পরূপা চাঁদ সমুদ্রঝিনুকের মতো সমগ্র কবিতার দুর্লভ সৌন্দর্যটিকে বক্ষে ধারণ করে আছে। সুকান্ত রোমান্টিক চাঁদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা তুলবার পরও ওই চাঁদকে বন্দনা করে গেলেন একটু ভিন্নতরভাবে, তাকে করে তুললেন বঞ্চিত সর্বহারা মানুষের সকল না পাওয়া ক্ষুধারপ্রতীক। চাঁদের এমত বিপ্রতীপ ব্যবহারই তাঁকে আধুনিক কবিদের সহযাত্রী করেছে। এলিয়ট যখন বলেন শ্রীমতি পোর্টার ও তাঁর কন্যার উপর চাঁদের আলো পড়েছে তখন তিনি ব্যঙ্গাত্মকভাবেই এ কথা বলেন, মূল লক্ষ্য চাঁদকে উৎসাদন করা ('Sweeny among the Nightingales')। বস্তুত আধুনিক কবিরা চাঁদের সুবিপুল রোমান্টিক ঐতিহ্য মনে রেখেই তাকে সচেতনভাবে বর্জন করতে চেয়েছেন। চাঁদ নিয়ে অহেতুক আবেগ উচ্ছ্বাসে তাঁরা ভেসে যেতে চাননি ; এমনকী যখন জীবনানন্দ দাশ বলেন 'বরফের মত চাঁদ ঢালিছে ফোয়ারা তখন প্রায় একটা নৈর্ব্যক্তিক উচ্চারণের মতোই হয়ে ওঠে এ উচ্চারণ ; চাঁদকে ঘিরে কবির আত্মের আলোড়ন একেবারেই দেখা যায় না।

সুকান্তের কবিতায় চাঁদকে ঘিরে কবি আত্মের আলোড়ন অবশ্যই আছে, কিন্তু কবি চাঁদকে রোমান্টিক উৎস বিদীর্ণ করে সেখান থেকে ছিঁড়ে এনে রিয়েলিজমের কেন্দ্রভূমিতে স্থাপন করতে চেয়েছেন। এক আ-নখশির বাস্তবতা তাঁর কবিতাটির সর্বাঙ্গে রয়েছে।

কবি উচ্চারিত প্রথম চারটি পঙ্‌ক্তি স্মরণে আনা যাক—

হে মহাজীবন, আর এ-কাব্য নয়
এবার কঠিন কঠোর গদ্য আনো
পদ-লালিত্য-ঝংকার মুছে যাক,
গদ্যের কড়া হাতুড়িকে আজ হানো।

কবিভাবনাই তাঁকে বিপ্লবী কবিদের, সাম্যবাদী কবিদের মধ্যে স্থাপন করেছে, লুই আরাগঁ, পল এলুয়ার, পাবলো নেরুদা, গারথিয়া ফেদেরিকো লোরকা, মায়াকোভস্কি প্রভৃতি বিশ্বশ্রুত বিদ্রোহী কবিদের সঙ্গে তার কবিতার রূপে পার্থক্য থাকলেও স্বরূপে কোনো পার্থক্য নেই।

## ৯.১৫.৩ সুকান্তের কবিতায় সমাজভাবনা

সুকান্ত রচিত 'ছাড়পত্র', 'আগামী', 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি', 'একটি মোরগের কাহিনী', 'অনুভব', 'রানার', 'হে মহাজীবন' ইত্যাদি 'ছাড়পত্র' কাব্যের কবিতাগুলিকে উৎকৃষ্ট Socialist verse বা সমাজচেতনার কবিতা বলেই চিনে নেওয়া যায়। যে নবীন কবি ১৯৪৬-এ লিখেছিলেন :

বিদ্রোহী আজ বিদ্রোহ চারদিকে
আমি যাই তারি দিনপঞ্জিকা লিখে,
এত বিদ্রোহ কখনো দেখেনি কেউ
দিকে দিকে ওঠে অবাধ্যতার ঢেউ ;
স্বপ্নচূড়ার থেকে নেমে এসো সব
শুনেছ ? শুনছ উদ্দাম কলরব ?
নয়া ইতিহাস লিখছে ধর্মঘট
রক্তে রক্তে আঁকা প্রচ্ছদপট।
প্রত্যহ যারা ঘৃণিত ও পদানত
দেখ আজ তারা সবেগে সমুদ্যত ;
তাদেরই দলের পিছনে আমিও আছি,
তাদেরই মধ্যে আমিও যে মরি-বাঁচি।
তাই তো চলেছি দিনপঞ্জিকা লিখে—
বিদ্রোহ আজ। বিপ্লব চারদিকে॥

(অনুভব ; ১৯৫৬ : 'ছাড়পত্র')

তাঁর জাত সহজেই চিনে নেওয়া যায়। কবি অনুভব করেছেন এ পৃথিবীতে বসে তিনি শুধুই পদাঘাত পেয়েছেন,

শোষণের শিকার হয়েছেন—'এদেশের জন্মে পদাঘাতই শুধু পেলাম/অবাক পৃথিবী ! সেলাম, তোমাকে সেলাম !" ('অনুভব' : ১৯৪০) ; যে নবজাতকের মুষ্টিবদ্ধ হাত উত্তোলিত, তার কাছে কবির দৃঢ় অঙ্গীকার ' এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি' ('ছাড়পত্র'), তিনি জড় নন, মৃত নন, অন্ধকারের খনিজ নন, তিনি এক জীবন্ত প্রাণ, এক সম্ভাবনার অঙ্কুরিত বীজ ('আগামী') ; যে মোরগ আস্তাকুঁড়ে খুঁটে খুঁটে খেত, স্বপ্ন দেখত প্রাসাদের ভিতর রাশি রাশি খাবারের, সে সত্যিই একদিন ভিতরে চলে গেল 'অবশ্য খাবার খেতে নয়/খাবার হিসেবে" ('একটি মোরগের কাহিনী') ; ডাকহরকরা বা রানারের দুঃখের কথা শহরে ও গ্রামে কেউ জানবে না, তার কথা ঢাকা পড়ে থাকবে কালো রাত্রির খামে ('রানার')—এমনই অনেক উজ্জ্বল সমাজচেতনার কবিতা কবি আমাদের উপহার দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের পর এইখানে সম্পূর্ণ অনন্য সতেজ কবিতার এক মৌলিক কণ্ঠ পাওয়া গেল। মাত্র ২১ বছর বয়সে ক্ষয়রোগে যে কবির অকালমৃত্যু তাঁর বহু কবিতা বহু পঙ্‌ক্তি মহাকালের তরঙ্গ-অভিঘাতে কালোত্তীর্ণ হয়ে বেঁচে আছে বিদ্রোহী ও বিপ্লবীদের কণ্ঠে কণ্ঠে, কাব্যমোদীজনের মনের ভিতর ধ্বনিরণনে। যেমন ধরা যাক 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতার সেই অসাধারণ পঙ্‌ক্তিগুলি, এদের কি সহজে ভোলা যায় ? যে একবার পড়বে জীবনে সে কি আর ভুলতে পারবে ?

আমার বসন্ত কাটে খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায়,
আমার বিনিদ্র রাতে সতর্ক সাইরেন ডেকে যায়,
আমার রোমাঞ্চ লাগে অযথা নিষ্ঠুর রক্তপাতে,
আমার বিস্ময় জাগে নিষ্ঠুর শৃঙ্খল দুই হাতে

এত অল্পবয়সে ভাবে ও ছন্দে যে কবি এমন কবিতা লিখেছেন, তাঁর অকালপ্রয়াণে বাংলা কবিতার বিশাল ক্ষতি হয়েছে সন্দেহ নেই।

## ৯.১৫.৪ 'হে মহাজীবন' : প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ

'হে মহাজীবন' কবিতাটির ভাবনার স্তরে স্তরে পঙ্‌ক্তির ভাঁজে ভাঁজে অতএব রয়েছে এক বিদ্রোহী বিপ্লবী মানবতাবাদী চিরসংগ্রামীর হৃদয়বেদনা ও প্রতিবাদ। ব্যক্তির কবিতা তার সব নিঃসঙ্গ সুতীব্রতা নিয়েও হয়ে উঠছে যেন ব্যষ্টির কবিতা সমাজের বুকের ভাষার কবিতা। জীবন যাচ্ছে মহাজীবনের দিকে, তাই প্রিয়তমা কবিতাকে বিদায় জানিয়ে যোদ্ধা চলেছে মহাসংগ্রামের রণক্ষেত্রে। এই বিদায়বাণীর ভিতরে লুকিয়ে রইল সংক্ষুব্ধ হৃদয়ের কত আকুলতা। গদ্যের হাতুড়ি এনেছে সুতীব্র বৈপরীত্য—কাস্তে হাতুড়ি তারার অনুষঙ্গে নিয়ে আসে পাঠকের মনে এক সাম্যবাদী দর্পণের স্থিরপ্রতিবিম্ব।

ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়
পূর্ণিমাচাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।

বাংলা কবিতার সবচেয়ে প্রিয় পঙ্‌ক্তিদের মধ্যে এই দুটি—এমন অ্যান্টি-রোমান্টিক অথবা রোমান্টিকের প্রতিস্পর্ধী হয়েও এক চির রোমান্টিকের, চিরদিনের কবি স্বেচ্ছাকৃত আত্মসংবরণকে বাঙ্ময় করে তুলল। মনে পড়ে যায় ফরাসি বিপ্লবের প্রাকমুহূর্তে রানি মারি আঁতোয়ানেৎ বিস্মিত হয়ে বলেছিলেন, প্রজারা রুটি খেতে পায় না তবে কেক খায় না কেন ? ভাত ও কাপড়, মাথার উপর আচ্ছাদন, ভালোবাসার মতো মানুষের সান্নিধ্য—মানুষের বেঁচে থাকার এইসব মৌলিক অধিকার থেকে যে মানুষ বঞ্চিত সমাজব্যবস্থারই পঙ্গুত্বের ফলে কবি এখানে তাঁদেরই একজন। পরম বেদনায়, এ উচ্চারণ আমাদের সত্তায় সম্বিতে কেটে কেটে ক্রন্দনময় তরবারির মতো প্রবেশ করে।

## ৯.১৫.৫ সমাজতান্ত্রিক কবিতার ইতিহাস

'সোস্যালিজম' বা সমাজতন্ত্র রাজনৈতিক তত্ত্ব হিসেবে গুরুত্বলাভ করেছে। 'Socialist Verse' বা সমাজচেতনামূলক কবিতা ভাষার ক্ষেত্রে 'সোস্যালিজমের জয়কেই সূচিত করেছে 'For socialism has won the battle of linguitic usage if nothing else' (Introduction : 'The Penguin Book of Socialist Verse')। সোস্যালিজমের উদ্দেশ্য মানুষের মুক্তি। কার্ল মার্কসই প্রথম সোস্যালিজমকে একটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরে স্থাপন করেছিলেন। সোস্যালিস্ট কবিতা যখন শিল্পের চাহিদা পূর্ণ করে তখন সে সাহিত্য হিসেবে মানবতার হাতিয়ার হিসেবে যথার্থই শক্তিশালী হয়ে ওঠে। সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'হে মহাজীবন' কবিতায় এ জাতীয় ছাপ আছে। খ্যাতিমান মার্কসবাদী সাহিত্য সমালোচক গিওর্গ লুকাচ (Georg Lukacs) আধুনিক কবিতা ও সাহিত্যে মানুষের নিঃসঙ্গতার তত্ত্ব ও আঙ্গিকগত পরীক্ষানিরীক্ষার মাত্রাতিরিক্ত প্রবণতাকে পছন্দ করেননি। তাঁর মতে আধুনিক কবি লেখকরা সমাজতন্ত্র বা সোস্যালিজমকে উপেক্ষা করে সীমাবদ্ধতার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু তথাপি লক্ষ্য করা যায় আরাগঁ, এলুয়ার ব্রেশট, নেরুদা, লোরকা, মায়াকোভস্কি অথবা সুকান্ত ভট্টাচার্যের মতো কবিরা আধুনিক কবিতাকে এই সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্তি দিয়েছেন। তাঁরা ভাষাও আঙ্গিকগত প্রয়োগে শুধু আধুনিক নন অধিকন্তু সোস্যালিস্ট ভার্স বা সাম্যবাদী কবিতার পুরোধা। কবিতা হাতিয়ার করেছেন, কবিকে দিয়েছেন মানবতার স্বপক্ষে যোদ্ধার পদবি।

রুশ কবি মায়াকোভস্কি লিখেছিলেন, 'I shake the world with the might of my voice' আমি আমার কণ্ঠস্বরের শক্তিস্পর্ধায় পৃথিবীকে কাঁপাই ('The cloud in trousers') পল এলুয়ার, ফরাসি সাম্যবাদী কবি, লিখছেন 'A small bird walks in the vast regions/Where the sun has wings' ('The same day for all') এক ছোটো পাখি একটা কি এলাকায় হাঁটছে, সেখানে সূর্যের ডানা মেলা। বলাবাহুল্য এই ছোটো পাখি হচ্ছে অগণিত নামহীন সাধারণ মানুষের চিত্রকল্প। পুনশ্চ তিনি লিখছেন, বাগদানের মধুর ঋতুতে, স্বাধীনতা, আমি তোমার নাম লিখি, নগ্ন নির্জনতায়, হে স্বাধীনতা, আমি তোমার নাম লিখি ('Liberty') আর এক অতুলনীয় ফরাসি, স্পেনের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কবি লুই আরাগঁ বলছেন, স্পেনে এক সুর শুনেছিলাম যা হচ্ছে সমুদ্রের মুক্ত কণ্ঠস্বরের মতো—সেদিন নিষিদ্ধ হয়েছিল গান, শব্দেরা ছিল নিষিদ্ধ ('Santa Espina') জার্মান অবরোধের সময় প্রতিরোধের কবি হিসেবে তিনিই লিখছেন—বিশ্ব যেন আজকের এই কারাগারের মতো হয়ে গেছে স্বাধীনতা আমাদের হৃদয়ে যেমন পাখির ডানার ফিসফিসানির তো গুণগুণ করে ফিরছে ('Richard Coeur-de-Lion') । জার্মান কবি বেরটোল্ড ব্রেশট বলছেন—ভাইসব, প্রশ্ন করতে ভয় পেয়োনা ('Praise of Learning'); ক্রীতদাস, কে তোমাকে মুক্ত করবে ? কবি পাবলো নেরুদা বলছেন নামহারা মানুষদের কথা। এরা আবার ফিরে আসবে ফুলের হাজার পাপড়ির মতো, আবার নতুন করে জন্মাবে। ('I wish the wood-culter would wake up')। আর একটি কবিতায় এই কবি বলছেন—অবশেষে আমি মানুষ হলাম বন্ধুরা আমার সঙ্গে সরাইখানায় গান গেয়েছে, যোদ্ধা হাত নিয়ে আত্মরক্ষার সংগ্রামে সবাই পাশাপাশি লিপ্ত ('Freinds on the Road, 1921')। ফেদেরিকো গারথিয়া লোরকা একটি কবিতায় লিখছেন একটি মুক্ত মানুষের বন্দি হওয়ার কথা রাষ্ট্রের অত্যাচারী শাসনযন্ত্রের হাতে। আন্তোনিতো বনের পথ দিয়ে যেতে যেতে লেবু কুড়োচ্ছে ছুঁড়ে দিচ্ছে জলে। যাত্রার অর্ধপথে এলম গাছের নীচে সিভিল গার্ডেরা তাকে গ্রেপ্তার করল। রাত নটায় তাকে জেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, রক্ষীরা তখন লেমনেড খাচ্ছিল। নটার সময় তার কারাকক্ষে তালা পড়ল, বাইরে আকাশ তখন চকচক করছিল ('The Arrest of Antonito...')।

### ৯.১৫.৭ উপসংহার

'হে মহাজীবন'-এর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যকে সাম্যমৈত্রী স্বাধীনতার স্বপক্ষে সামিল মানবতার মহান যোদ্ধা উপরিউক্ত বিশ্বের সাম্যবাদী কবিদের মধ্যে স্থাপন করেই দেখতে হবে। যে বঞ্চনার ক্রীতদাস পৃথিবীতে কবির মহাসংকল্প চাঁদ ও কবিতার কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার, সেই পৃথিবীর নতুন জন্মের স্বপ্ন দেখার পথেই বিপ্লব একদিন আসবে—এই প্রতীতি লোরকা থেকে সুকান্ত সব কবিই দৃঢ়ভাবে হৃদয়ের মধ্যে বহন করে গেছেন। পৃথিবী সেদিন আর বন্দীশালা থাকবে না। প্রেমিক পথিক আবার বনপথে অলসতার ললিত অন্বেষণে যেতে পারবে, কবিও কপালের ঘাম মুছে গদ্যের হাতুড়িকে একপাশে সরিয়ে রেখে কবিতার চাঁদের দিকে আবার তাকাবে। ওই চাঁদকে মনে হবে রণমঞ্চে পাশাপাশি মুক্তিসংগ্রামে ক্ষুধার সংগ্রামে সামিল। সুখময় ধাম সঙ্গের সঙ্গিনীর মতো, কবিতার মতো।

## ৯.১৬ গ্রন্থপঞ্জি


Modern Poetry and the Tradition : Cleanth Brooks
The Aesthetics of Modernism : Joseph Chiary
Selected Essays : T.S.Eliot
The Symbolist Movement in literature ; Arthur Symons.
The Collected Poems : T. S. Eliot.
Axel's Castle : Edmud Wilson
New bearings an Englush Poetry : F. R. Leavis
Poetry of the Age : J.M.Colen
জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ ১ম ও ২য় খণ্ড
বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা
কালের পুতুল : বুদ্ধদেব বসু
বছর পঁচিশ : বিষ্ণু দে
আধুনিক বাংলা কবিতা : বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত
কবিতার কথা : জীবনানন্দ দাশ
স্বাগত : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত
সাহিত্যের ভবিষ্যৎ : বিষ্ণু দে
আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয় : দীপ্তি ত্রিপাঠী
আধুনিক বাংলা কবিতায় ইয়োরোপীয় প্রভাব : মঞ্জুভাষ মিত্র
আধুনিক কবিতার দিগ্‌বলয় : অশ্রুকুমার সিকদার
জীবনানন্দ সমাজ ও সমকাল : সুস্মিতা চক্রবর্তী
কবিতার কালান্তর : সরোজ বন্দোপাধ্যায়
আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা : বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায়